বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

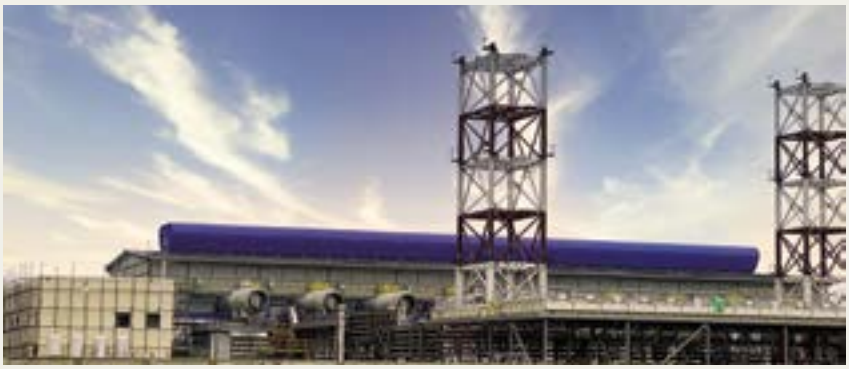

সূচীপত্র

১০	সারসংক্ষেপ
১৭	পটভূমি
২০	সাংগঠনিক কাঠামো
২২	বেজা'র পরিচিতি
২৩	প্রশাসনিক কার্যক্রম
২৪	ভূমির মালিকানা
২৫	অর্থনৈতিক অঞ্চলে জলাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ
২৬	অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন
২৮	নির্মাণাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল
৩৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর
৪৮	ট্যুরিজম পার্ক উন্নয়ন
৫০	নাফ ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্প
৫২	সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্প
৫৪	সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক
৫৭	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল
৬০	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল

৬২	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল (ধলঘাটা)
৬৩	জি-টু-জি অর্থনৈতিক অঞ্চল
৬৮	বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল
৬৮	মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল
৬৯	আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল
৭০	বে অর্থনৈতিক অঞ্চল
৭১	আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল
৭২	মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন
৭৩	সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন
৭৪	সিটি ইকোনমিক জোন
৭৫	ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন
৭৬	আরিশা ইকোনমিক জোন
৭৬	বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন
৭৭	কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন
৭৮	এ. কে. খান ইকোনমিক জোন
৭৮	আকিজ ইকোনমিক জোন
৭৮	সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন
৭৮	কুমিল্লা ইকোনমিক জোন
৭৮	ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক
৭৯	ওয়ান স্টপ সার্ভিস
৮১	অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা
৮২	অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চয়তা
৮৩	পরিসেবা প্রদানকারী ও বিনিয়োগকারীদের সাথে সমঝোতা স্মারক
৮৪	বিনিয়োগ উন্নয়ন কার্যক্রম
৮৫	ওয়েবসাইট উন্নয়ন

সমৃদ্ধ শিল্প
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
BANGLADESH ECONOMIC ZONES AUTHORITY

সার-সংক্ষেপ

অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির হার প্রসারিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিগত ২০১০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইনের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল মূলতঃ পশ্চাৎপদ এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) স্থাপন করা হয়। এই সংস্থা অর্থনৈতিক অঞ্চলে অন্বয়ী ও পশ্চাদসংযোগ শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে উন্নীত করার যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, বেজা'র "ভিশন" পরিকল্পনায় শিল্প ও সেবাখাত উন্নয়নে তার সম্যক প্রতিফলন রয়েছে। তদানুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য সেবা উৎপাদন ও রপ্তানির প্রত্যাশা নিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বেজা কর্তৃক ইতোমধ্যে ০২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ডেভেলপার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চীন, জাপান ও ভারতের সাথে জিটুজি ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণসহ অফ-সাইট অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ০৩টি ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের জন্য অফ-সাইট অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ২০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও পরিচালন কৌশল নির্ধারণ একটি চলমান দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণ (Viable Location), বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ ও বিনিয়োগ প্রচারণা কৌশল চিহ্নিতকরণ অপরিহার্য। বেজা গভর্নিং বোর্ড ইতোমধ্যে ৯৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও জমির পরিমাণ অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ৬৪টি, বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ২৯টি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক অঞ্চল ০২টি, জিটুজি অর্থনৈতিক অঞ্চল ০৪টি এবং ট্যুরিজম পার্ক ০৩টি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৩০,০০০ একর জমির উপর দেশের বৃহত্তম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রথম

পর্যায়ে ১৬,০০০ একরের অধিক জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের মাধ্যমে মিরসরাই ও সোনাগাজী অংশে অফ-সাইট অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। এ শিল্পনগরে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিজিএমইএ গার্মেন্টস পার্ক, পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এশিয়ান পেইন্টস, নিপ্পন-ম্যাকডোনাল্ড স্টিল, বিএসআরএমসহ ১৩১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ পর্যন্ত ৬,০৭৯ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জমি বরাদ্দপ্রাপ্ত একক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৭.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এর ফলে প্রায় ০৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এ শিল্প নগরীতে বেজা'র উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত প্রয়াসে প্রায় ৩৬৬২.৩৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে বাপাউবো কর্তৃক প্রায় ১৬৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, পিজিসিবি কর্তৃক প্রায় ৩৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩০ কেভি গ্রিড সাব-স্টেশন নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক ২১৪.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও বিআরপাওয়ার জেন কর্তৃক ১৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ অন্যতম। সুবৃহৎ পরিসরের এ শিল্পনগরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বান্ধব বহুমাত্রিক শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে সমুদ্র ও বিমান বন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, বাণিজ্যিক কেন্দ্র নির্মাণসহ শিল্প ও বাণিজ্যের নিয়ামক সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এ শিল্পনগরে জিনওয়ান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, এশিয়ান পেইন্টস, মডার্ন সিনটেক্স, বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, নিপ্পন ম্যাকডোনাল্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল

মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার শেরপুরে ৩৫২ একর জমিতে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বেজা'র অর্থায়নে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট ও গ্যাস সংযোগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর, প্রশাসনিক ভবন, জলাধার, পানি সঞ্চালন লাইন ইত্যাদি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডিবিএল গ্রুপসহ ০৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২৩১ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান তৈরি পোশাক ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত শিল্পসমূহ স্থাপিত হলে প্রায় ৪৫০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। DBL কর্তৃক ইতোমধ্যে শিল্প নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান (জন)

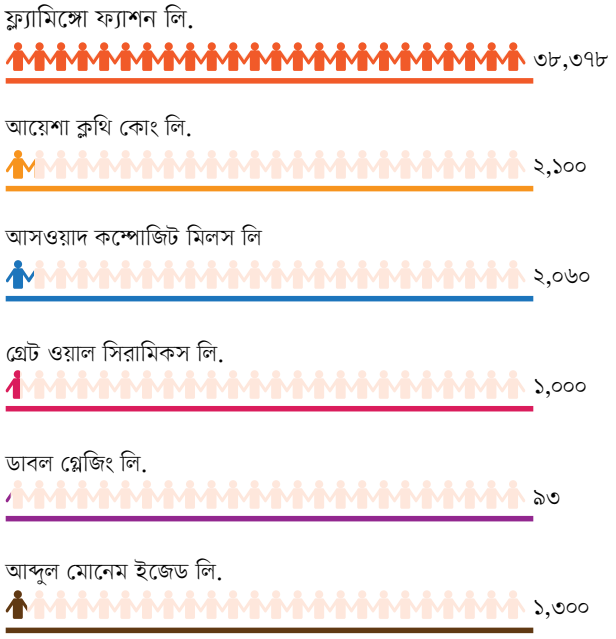

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান

প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

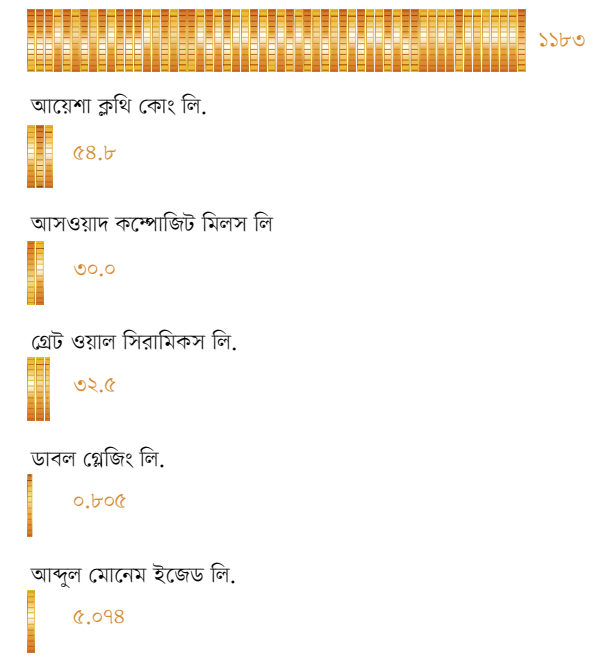

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল

শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ৪৩৬.৯২ একর জায়গায় জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও মাস্টার প্লান তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) অর্থনৈতিক অঞ্চল

বেজা কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) ০২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ডেভেলপার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলে স্থাপিত মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল দেশের সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, প্রশাসনিক ভবন, সুপেয় পানি সরবরাহ লাইন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বেসরকারি অংশীদার হিসেবে পাওয়ারপ্যাক ইকোনমিক জোন লিমিটেডকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ডেভেলপার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং একই সাথে প্লট নির্মাণ শুরু করা হয়েছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইউনিলিভারসহ ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে জমি লিজ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের মিরসরাই অংশে ৫৫০ একর জমির উপর পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে এসবিজি কনসোর্টিয়ামকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত এলাকার সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা বাঁধ, ব্রীজ নির্মাণ ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডেভেলপার কর্তৃক উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই মাটি ভরাট ও অন্যান্য অনসাইট উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে।

ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্পসমূহ

বিশ্বের দীর্ঘতম স্বর্ণালী বালুকাময় সমুদ্র সৈকত, প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন ও অন্যান্য পর্যটন স্পটসমূহের জন্য কক্সবাজার দেশি-বিদেশি পর্যটকদের চিত্ত বিনোদন ও নৈসর্গিক প্রাকৃতিক শোভা অবলোকনের অন্যতম গন্তব্যস্থল। কিন্তু বৃহত্তর কক্সবাজার অঞ্চলের অনেক সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থল এখনো অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। অমিত সম্ভাবনাময় উক্ত জায়গাগুলোকে পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া ও টেকনাফ উপজেলার জালিয়ার দ্বীপ ও সাবরাং-এ মোট ০৩টি ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে বেজা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

নাফ নদীর অভ্যন্তরে বাংলাদেশের জলসীমায় আমন্ড আকৃতির সবুজাভ জালিয়ার দ্বীপে ২৯১ একর জমির উপর দেশের প্রথম দ্বীপভিত্তিক পর্যটনস্থল 'নাফ ট্যুরিজম পার্ক' স্থাপন করা হচ্ছে। ট্যুরিজম পার্কটির উন্নয়নে মাটি ভরাট, বাঁধ নির্মাণ ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্যাবল কার নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালটেন্ট মনোনয়ন করা হয়েছে।

বিদেশি পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টেকনাফের সাবরাং-এ ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে সড়ক উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬১

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক

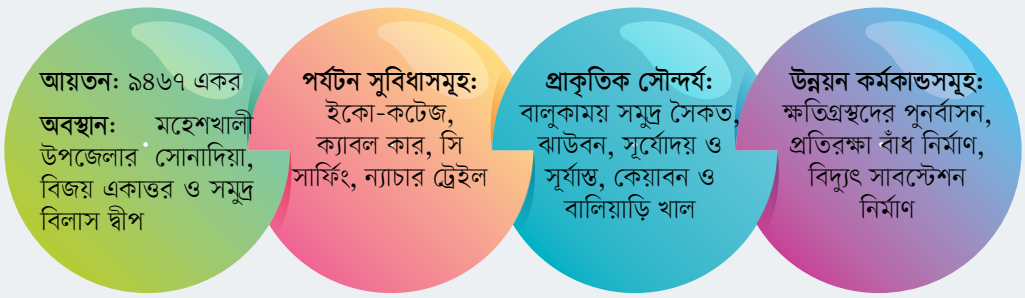

কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমি উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, পানি চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এ ট্যুরিজম পার্কে বিদেশি পর্যটকদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা, সি ক্রুজ, ওশানেরিয়াম, আন্ডার ওয়াটার রেস্টুরেন্ট, গলফ কোর্স, মেরিন এ্যাকুয়ারিয়াম ইত্যাদি পর্যটন সুবিধা বিনির্মাণ করা হবে।

জি-টু-জি অর্থনৈতিক অঞ্চল

বিশ্বের স্বনামধন্য জোন ডেভেলপারগণের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কারিগরি উৎকর্ষ কাজে লাগিয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে সুসমন্বিত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১৫ সালে বেজা আইন সংশোধন করা হয়। বেজা কর্তৃক ইতোমধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চাইনিজ ইকোনমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মোংলা ও মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জি-টু-জি ভিত্তিতে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মোট ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, পরিবেশগত সমীক্ষা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২,৫৮২.০০ কোটি টাকার 'Foreign Direct Investment Project' উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জাপানের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান Sumitomo Corporation এ জোনে ডেভেলপার হিসাবে কাজ করবে।

চাইনিজ ইকোনমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন বাস্তবায়নে চীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড ও বেজা'র মধ্যে মালিকানা বিভাজন (Equity Shareholding) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকার উক্ত জোন বাস্তবায়নে ৭৮৩ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বরাদ্দ করেছে। এই অঞ্চলটির অফ-সাইট অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য চীন সরকার ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেয়াতী ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে। জোনটি স্থাপনে প্রশাসনিক ভবন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য বাগেরহাটের মোংলা ও চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দুটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল

দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার বেগবান করে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০-এর আওতায় বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বজায় রেখে বেজা এ পর্যন্ত মোট ২০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করেছে, যার মধ্যে ১০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে মোট প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন

অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	মন্তব্য
১) মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
২) আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
৩) আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
৪) বে অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
৫) মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন	লাইসেন্স প্রাপ্ত
৬) সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
৭) সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
৮) কর্ণফুলী ড্রাইডক স্পেশাল ইকোনমিক জোন	লাইসেন্স প্রাপ্ত
৯) ইস্ট-ওয়েস্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
১০) কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	লাইসেন্স প্রাপ্ত
১১) হোসেন্দি ইকোনমিক জোন	লাইসেন্স প্রাপ্ত
১২) এ কে খান অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
১৩) আরিশা অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
১৪) ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
১৫) বসুন্ধরা অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
১৬) সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
১৭) আকিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
১৮) কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
১৯) হামিদ ইকোনমিক জোন	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
২০) স্ট্যান্ডার্ড গ্লোবাল ইকোনমিক জোন	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত

ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে এবং ২৫,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপানিজ বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগের যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং এরই মধ্যে বিশ্বখ্যাত মোটর বাইক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হোন্ডা উৎপাদন শুরু করেছে। আমান অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩৬৪.৪৬ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে এবং ৪,৬৫১ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সিমেন্ট, প্যাকেজিং ও শিপবিল্ডিং কারখানা স্থাপিত হয়েছে। মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোনে মোট ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেখানে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ইতোমধ্যে ৬,৯৪৭ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। সিটি ইকোনমিক জোন মোট ৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে মোট বিনিয়োগরে পরিমাণ ৪১৪.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ২,৩৫৫ জনের। বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, জাপানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

প্রধান বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

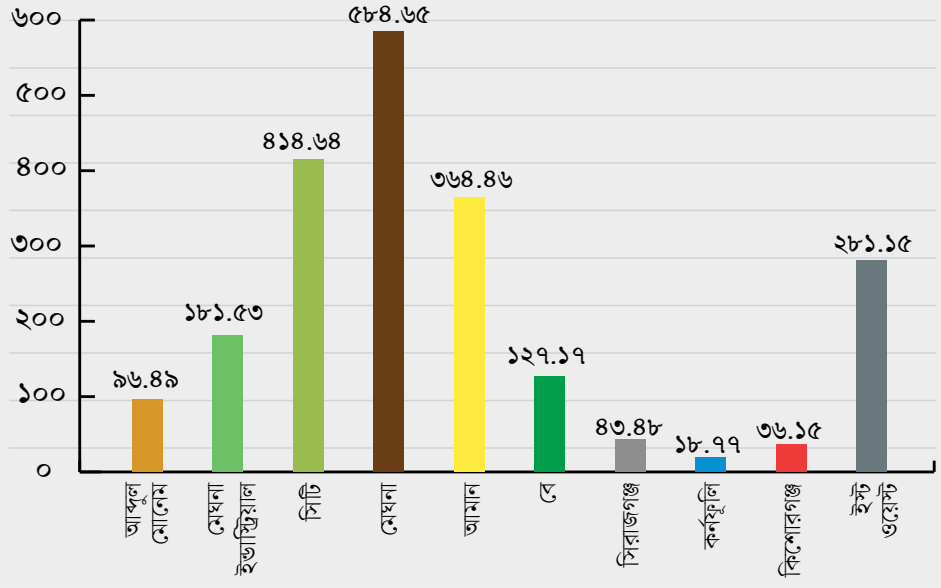

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১১৫০ একর জমিতে "বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল" স্থাপনের জন্য বেজা ও বেপজা'র মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও পরিবেশগত সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি:

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিশ্বখ্যাত ভারী পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বিশ্বের শীর্ষ মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হোন্ডা ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি:' নামে আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন লি:'-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেছে। ৩৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উক্ত কারখানায় বর্তমানে দেশীয় চাহিদার ভিত্তিতে ০৩ ধরণের মোটর সাইকেল উৎপাদিত হচ্ছে।

বেজা আইন ও পলিসি উন্নয়ন

বিনিয়োগকারীদের যুগোপযোগী সেবা ও আইনী সুরক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০ সংশোধন করা হয়েছে, যার ফলে জি-টু-জি ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন-২০১৮, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (ডেভেলপার নিয়োগ) বিধিমালা-২০১৬, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) বিধিমালা- ২০১৮, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ভবন নির্মাণ বিধিমালা-২০১৭, The Customs (Economic Zone) Procedures, 2017 ; বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫; Bangladesh Economic Zones (Workers Welfare Fund) Policies, 2017 -সহ

১১টি বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সহায়ক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে শুল্ক, মূসক ও আয়কর অব্যাহতি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ৩০ ধরণের এসআরও জারী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সুরক্ষার উপযোগী আইনী কাঠামো প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়েছে, যা দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করবে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস

বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প স্থাপন করার ক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এসকল অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ এবং জটিল বিধায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হন। এ সকল অসুবিধা বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বেজা, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল ধরণের সেবা প্রদান করা যাবে। সে উদ্দেশ্যে বেজা'র উদ্যোগী ভূমিকায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ পাশ করা হয়। এ আইনের আওতায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৮ জারি করা হয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাসময়ে সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ১১টি সেবা (ভূমি বরাদ্দের আবেদন, প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স, ভিসা এসিস্ট্যান্স, ভিসা রিকমেন্ডেশন, ওয়ার্ক পারমিট, এক্সপোর্ট পারমিট, ইমপোর্ট পারমিট, লোকাল সেলস পারমিট, লোকাল পারচেজ পারমিট, স্যাম্পল ইমপোর্ট পারমিট, স্যাম্পল এক্সপোর্ট পারমিট) সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং আরও ২৭ ধরনের সেবা প্রদানের জন্য Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সকল সেবাসমূহ প্রদানের লক্ষ্যে অক্টোবার, ২০২০-এ জাইকার সহযোগিতায় বেজা কার্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেবার মাধ্যমে Ease of Doing Business সূচকের উন্নতি সাধন হবে যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

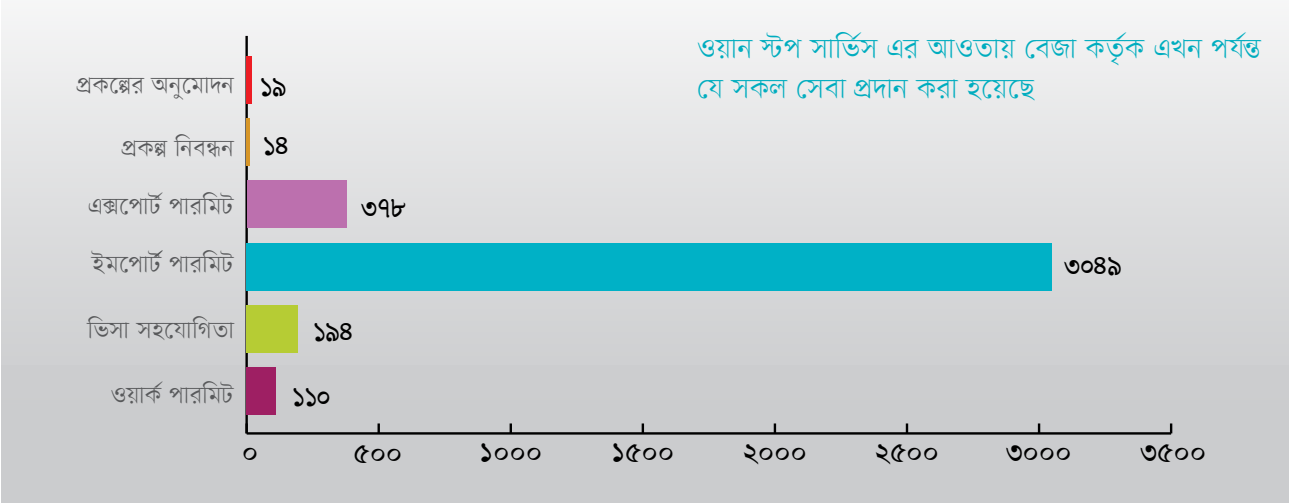

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শ্রমঘন এলাকায় শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নে কৃষি জমি নষ্ট না করে অনাবাদি ও চর ভূমিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বেজা জমি বন্দোবস্ত ও অধিগ্রহণ করছে। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রিন বেল্ট, সিইটিপি, এসটিপি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অবকাঠামো স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) স্থাপন করা হচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণের নির্ধারিত প্যারামিটারসমূহ (বিওডি, সিওডি, টিডিএস, পিএইচ,

টিএসএস ইত্যাদি) সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে 3R Strategy (Reduce, Reuse, Recycle) অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ও আশেপাশের পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে সমস্ত স্থাপনা নির্মাণের জন্য Bangladesh Economic Zones (Construction of Building) Rules, 2017 -এর বিধিসমূহ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলকে গ্রিন ইকোনমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বেজা সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গ্রিন ইকোনমিক জোন গড়ার জন্য ইতোমধ্যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্ক ফোর্স কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে শিল্প স্থাপনের জন্য গ্রিন ইকোনোমিক জোন পলিসি ও গাইডলাইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পানির জন্য জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে সবুজায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। বেজা'র স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরসহ (মিরসরাই, ফেনী ও সীতাকুণ্ড অর্থনৈতিক অঞ্চল) অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতোমধ্যে ২০ লক্ষাধিক বৃক্ষ রোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বেজা সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে "ইজেড ওয়েলফেয়ার পলিসি" প্রণয়নের পাশাপাশি প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডে কেয়ার সেন্টার, মহিলা কর্মীদের অগ্রাধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মেডিকেল সহযোগিতা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, বীমাসহ সময়মত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ প্রদানে কাজ করছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানীয় জনগণকে পুনর্বাসন ও চাকুরী প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলকে গ্রিন ইকোনমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বেজা সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পানির জন্য জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে

পটভূমি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা বিশেষতঃ পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ পাশ হয় (সংশোধিত আইন ২০১৫)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আনয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত সত্তর দশকের শেষার্ধে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম সূচিত হয়। বিগত চার দশকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সীমিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো শুধুমাত্র রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের সীমাবদ্ধতা। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোতে বৈদেশিক পুঁজি আহরণ সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পেলেও দেশীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়নি। তদুপরি ইপিজেডগুলোতে পোশাক শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্প খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যায়নি বিধায় দেশের রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়নি এবং অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনও পর্যাপ্ত হয়নি।

এ সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে শিল্প বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি যে কোন শিল্পোদ্যোক্তা রপ্তানিমুখী কিংবা অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদাভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পরিচালনা এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণন করতে পারবে। এছাড়া, সেবা খাত ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বিকাশেও অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬০ মিলিয়ন। দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রায় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বিগত এক দশকে গুণিতক হারে বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং সেবা খাতেও বিনিয়োগ শক্তিশালী হচ্ছে। এসকল খাতে দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে সকল খাতের বিনিয়োগকারীদের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বেজা'র ব্যবস্থাপনা

বেজা গভর্নিং বোর্ড

চেয়ারম্যান
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী বোর্ড

নির্বাহী চেয়ারম্যান
নির্বাহী সদস্য-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
নির্বাহী সদস্য-বিনিয়োগ উন্নয়ন
নির্বাহী সদস্য-প্রশাসন ও অর্থ
সচিব, বেজা নির্বাহী বোর্ড

অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনা পদ্ধতি

পিপিপি জোন:
বেসরকারি জোন ডেভেলপার

জি-টু-জি জোন:
বিদেশি সরকার মনোনীত
জোন বিনিয়োগকারী

বেসরকারি জোন:
বেসরকারি জোন পরিচালনাকারী

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল
(ট্যুরিজম/আইটি/বিশেষ পণ্য)

সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জোন:
সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

বেজা কর্তৃক পরিচালিত জোন

বেজা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন।

সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল (১৩০+১৪৭)

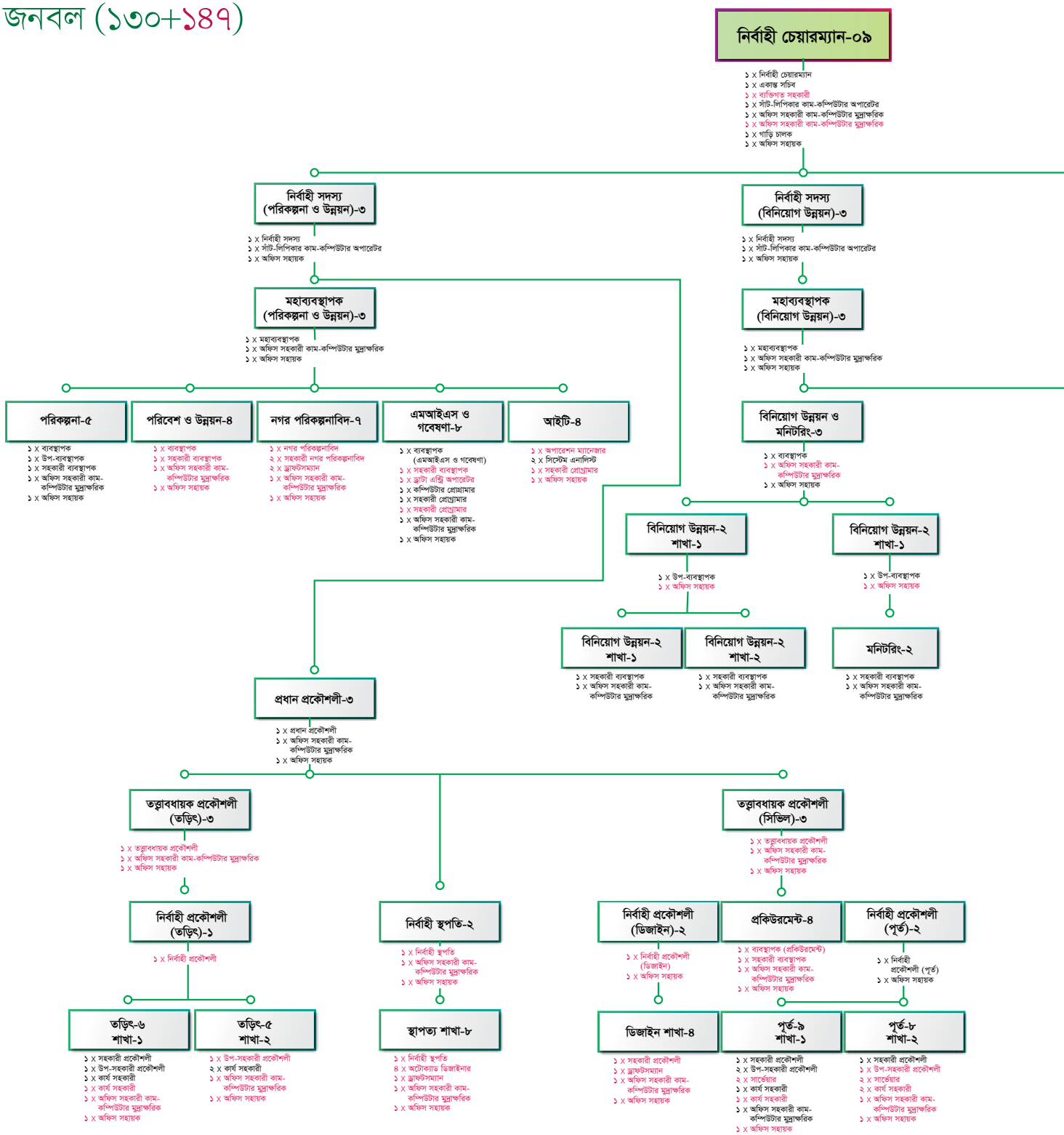

- বিদ্যমান পদ সংখ্যা- ১৩০
- নতুন প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা-১৪৭

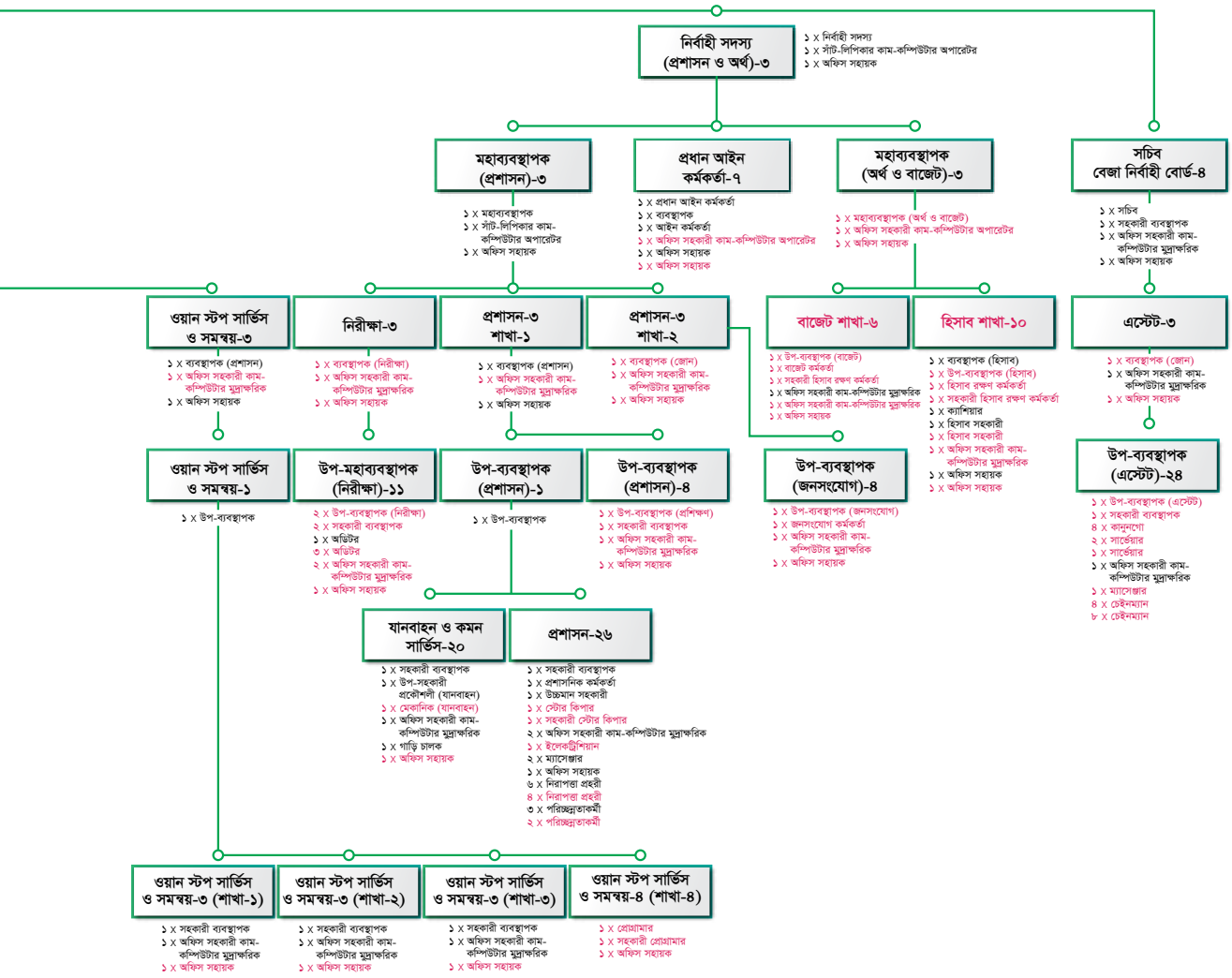

বেজা'র পরিচিতি

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০ এর ধারা ১৭ মোতাবেক অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য নভেম্বর, ২০১১ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর কার্যক্রম নিবিড় তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে অত্র সংস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়েছে। এ সংস্থার মুখ্য কার্যাবলীর মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, লাইসেন্স প্রদান, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ অন্যতম।

বেজা'র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের অনগ্রসর অথচ সম্ভাবনাময় অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকাসমূহে শিল্প বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেজা ২০৩০ সাল নাগাদ সমগ্র দেশে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের অতিরিক্ত রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত বছরগুলোতে রাষ্ট্রীয় সফরে যে সকল দেশ সফর করেছেন, প্রায় প্রতিটি সফরে তিনি সে সকল দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগের উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তিনি বিদেশি শিল্পদ্যোক্তাদের নিজ নিজ দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। এ লক্ষ্যে বিদেশি সরকারের সাথে জি-টু-জি ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের (জি-টু-জি) সুযোগ রেখে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ধারণাকে বহুমাত্রিক বিনিয়োগ বান্ধব করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে, যাতে বেপজা অথবা পোর্ট অথরিটির মত সরকারি সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে। অধিকন্তু, জোন ডেভেলপারদের বিনিয়োগ ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ ও অভিজ্ঞতার সময়কাল হ্রাস করা হয়েছে।

বেজা'র কার্যক্রমসমূহ

জোন ডেভেলপার নিয়োগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ, উন্নয়ন সম্পন্ন করে বিনিয়োগকারীদের নিকট হস্তান্তর;

অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও অধিগ্রহণ;

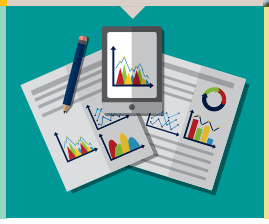

অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকার পূরণকল্পে জাতীয় শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করা।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের শ্রেণি

ক) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল

খ) সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল

গ) জি-টু-জি ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল

ঘ) বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল

ঙ) বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল

(চ) সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন ও পরিচালিত অর্থনৈতিক অঞ্চল

অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংখ্যা: ৯১টি

সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিপিপি ভিত্তিতে ডেভেলপারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারীদের নিকট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

বেজা সদর দপ্তরের জন্য ৫৮টি পদ কাঠামোতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১১টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ১২৫ টি পদ কাঠামোতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

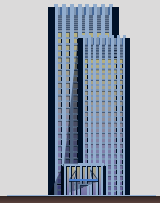

বেজা'র নিজস্ব অফিস ভবনের জন্য শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও এ প্রশাসনিক এলাকায় ০.৮৬৮ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭ প্রণীত হয়েছে এবং তা ১৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

বেজা'র কার্যালয় থেকে সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ মনিটরিংসহ সংশ্লিষ্ট সকল অফিসের সাথে দ্রুত সংযোগ সাধনের জন্য বেজা কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

বেজা'র নিজস্ব জমিতে প্রধান কার্যালয় ভবন না হওয়া পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিকট ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রায় ৩১,০০০ বর্গফুট ভাড়াকৃত অফিস স্পেসে বেজা'র কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে বেজা কর্তৃক অস্থায়ী অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় সেবা জোন পর্যায়ে বিস্তৃতকরণে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ভূমির মালিকানা

বেজা ইতোমধ্যে ২৮টি সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য মোট ৪৭,৮৫৬.৩৩৫০ একর জমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ৬৮৮০.১৮৬৫ একর জমি অধিগ্রহণ ও ৪০৯৭৬.১৪৮৫ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	বেজা'র মালিকানাধীন মোট জমি (একরে)
১	মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০৫.০০০০	-	২০৫
২	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩৩৩৩.২২০০	৭৪০৫.০৬৮	১০,৭৩৮.২৮৮
৩	ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল	১২৫৫.১০০	৪৫১২.৫৬০০	৫৭৬৭.৬৬
৪	সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক	৬০.৫০০০	৯০৪.৮৬০০	৯৬৫.৩৬০০
৫	আনোয়ারা-(২) (চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন)	৫১৫.০২৬৫	২৯০.৮৭৫০	৮০৫.৯০১৫
৬	ঢাকা এসইজেড	-	৪০.৩১০০	৪০.৩১০০
৭	নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	২০৯.০০০০	২০৯.০০০০
৮	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল	২৩৯.৮৭০০	১১২.২৫০০	৩৫২.১২০০
৯	নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	১০৬.০০০০	১০৬.০০০০
১০	নাফ ট্যুরিজম পার্ক	-	২৯৩.০৫০০	২৯৩.০৫০০
১১	ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	২১৫.৬৫০০	২১৫.৬৫০০
১২	মোংলা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	১১০.১৫০০	১১০.১৫০০
১৩	কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	৩১২.০০০০	৩১২.০০০০
১৪	আড়াইহাজার-২ অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	২৫৫.১৬০০	২৫৫.১৬০০
১৫	হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	৫১১.৮৩০০	৫১১.৮৩০০
১৬	সিলেট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	১৬৯.১৩০	১৬৯.১৩০০
১৭	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩৪৩.৯৭০০	৯২.৯৫০০	৪৩৬.৯২০০
১৮	মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সোনাদিয়া ও ঘটিভাঙ্গা)	-	৮০৪৫.৮৭৫৫	৮০৪৫.৮৭৫৫
১৯	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩	৪৩৬.০২০০	৮০৪.৭০০০	১২৪০.৭২০০
২০	চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	৩০৩৭.৮৫০০	৩০৩৭.৮৫০০
২১	আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল	৪৯১.৪৮০০	-	৪৯১.৪৮০০
২২	শেরপুর-জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	১৪০.৯৭০০	১৪০.৯৭০০
২৩	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	১২,২০৭.০০০০	১২,২০৭.০০০০
২৪	দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	৮৭.০০০০	৮৭.০০০০
২৫	টাঙ্গাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	৫০২.০২০০	৫০২.০২০০
২৬	পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	২১৭.৭৮০০	২১৭.৭৮০০
২৭	কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	১৪৯.৭৭০০	১৪৯.৭৭০০
২৮	নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	২৪২.৩৪০০	২৪২.৩৪০০
মোট		**৬৮৮০.১৮৬৫**	**৪০৯৭৬.১৪৮৫**	**৪৭,৮৫৬.৩৩৫০**

অর্থনৈতিক অঞ্চলে জলাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদনের প্রাক্কালে প্রতিটি জোনে প্রাকৃতিক জলাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনা অনুসারে শ্রীহট্ট এরূপ জলাধার নির্মাণ করা হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিটগুলোকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পরামর্শ দিয়ে ভবন নকশা তৈরির অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা সরোবর– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১১২ একর জলাভূমি সংরক্ষণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এ ২০০ একর কৃত্রিম জলাধার "শেখ হাসিনা সরোবর" নামে লেক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় নদী-নালা, খাল, ছড়া ইত্যাদি সমন্বয়ে প্রায় ১,০০০ একর জমি প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৭০ একরের একটি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। একই ধারা অনুসরণে ভবিষ্যতে বাস্তবায়িতব্য সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে

> শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে **১১২ একর** জলাধার সংরক্ষণ করা হয়েছে

অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতা

বেজা কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতায় প্রায় ৩৬৬২.৩৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বেজা'র কাজে বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, পিজিসিবি, এলজিইডি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও জালালাবাদ গ্যাস ডি: বি: কোম্পানি লিঃ সহযোগী ভূমিকা পালন করছে।

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা					
	সওজ বিভাগ	কেজিডিসিএল	পা: উ: বো	পিজিসিবি	বিআর পাওয়ারজে	জেজিডিসিএল
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর	১৮৭.০০	২৬৬.৭৯	১,৬৫৭	৩৯৮	১,০৯০	-
সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক	৩০.০০		-	-	-	-
শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল	০.৫৮	-	-	-	-	৩৬.০০
জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	-	-	-	-	-
আড়াইহাজার ও মিরসরাই জোনের ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট	**২১৪.৫৮**	**২৬৬.৭৯**	**১,৬৫৭**	**৩৯৮**	**১,০৯০**	**৩৬.০০**

- বেজা - বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
- সওজ - সড়ক ও জনপথ
- কেজিডিসিএল - কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ
- পাউবো - পানি উন্নয়ন বোর্ড
- পিজিসিবি - পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ
- জেজিডিসিএল - জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নির্মাণাধীন ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

নির্মাণাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল (পিপিপি জোন)

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভায় মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলাধীন মোংলা সমুদ্র বন্দর ও মোংলা ইপিজেড এর পাশে ২০৫ একর জমির উপর অবস্থিত। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে ইতোমধ্যে ডেভেলপার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সিকদার গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোন প্রাইভেট লিমিটেডকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বেজা কর্তৃক প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, সুপেয় পানি সরবরাহ লাইন, বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্মশালা

ডেভেলপার অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে সংযোগ সড়ক, পানি সরবরাহ লাইন, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। বিনিয়োগকারীদের জমি বরাদ্দে প্রসপেকটাস আহ্বান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইউনিলিভারসহ ৪টি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শীঘ্রই মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপন শুরু হবে।

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন চিত্র

নির্মাণাধীন প্রবেশদ্বারের থ্রিডি চিত্র

সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রসপেক্টাস উন্মোচন অনুষ্ঠান

PowerPac Economic Zone Mongla

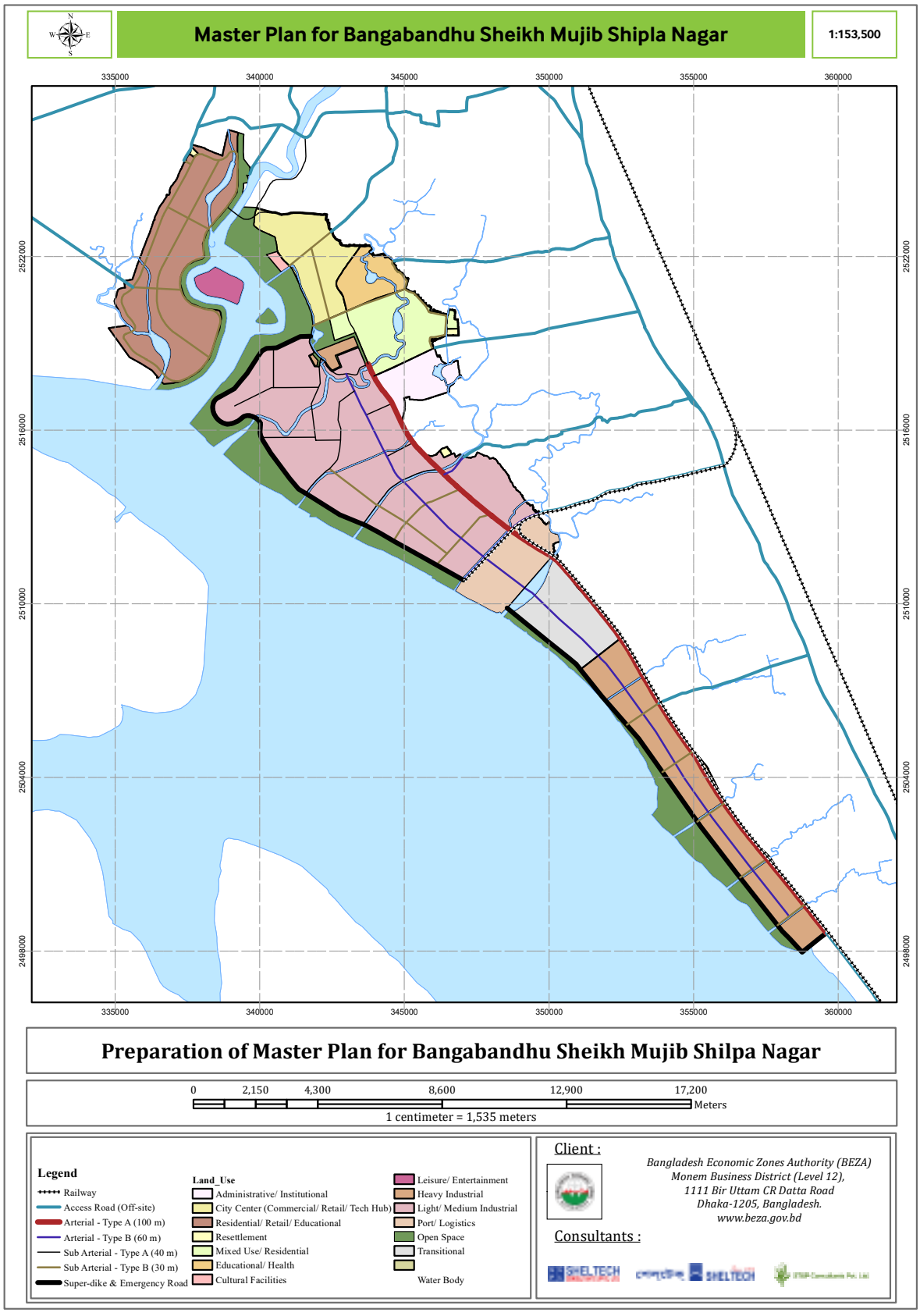

Master Plan for Bangabandhu Sheikh Mujib Shipla Nagar
1:153,500
N
S
E
W
335000
340000
345000
350000
355000
360000
2522000
2516000
2510000
2504000
2498000
Preparation of Master Plan for Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar
0
2,150
4,300
8,600
12,900
17,200
Meters
1 centimeter = 1,535 meters
Legend
Railway
Access Road (Off-site)
Arterial - Type A (100 m)
Arterial - Type B (60 m)
Sub Arterial - Type A (40 m)
Sub Arterial - Type B (30 m)
Super-dike & Emergency Road
Land_Use
Administrative/ Institutional
City Center (Commercial/ Retail/ Tech Hub)
Residential/ Retail/ Educational
Resettlement
Mixed Use/ Residential
Educational/ Health
Cultural Facilities
Leisure/ Entertainment
Heavy Industrial
Light/ Medium Industrial
Port/ Logistics
Open Space
Transitional
Water Body
Client :
Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA)
Monem Business District (Level 12),
1111 Bir Uttam CR Datta Road
Dhaka-1205, Bangladesh.
www.beza.gov.bd
Consultants :
SHELTECH
SHELTECH

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই ও সীতাকুন্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় প্রায় ৩০,০০০ একর জমির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। শিল্প শহরটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হতে মাত্র ১০ কিলোমিটার ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম হতে মাত্র ৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শিল্প শহরের অভ্যন্তরে বিশ্বমানের সুবিধাদি থাকবে যেমন: বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ পানি শোধনাগার, আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, ট্যুরিজম পার্ক, লেক, খেলাধুলার মাঠ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় এবং ক্লিনিক ও হাসপাতাল ইত্যাদি। এ লক্ষ্যে বেজা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতায় নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করছে:

> ৩০,০০০ একর জমির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প শহর

ক্র নং	কাজের বিবরণ	বাজেট (কোটি টাকায়)	ব্যবস্থাপনা	অগ্রগতি
১	বড়তাকিয়া থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্প	২১৪.৫৮	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	▸ ১৮টি (৯৩ মিটার) কালভার্ট পুনঃনির্মাণ/নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ▸ ১০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কাজ আগামী জুলাই ২০২০ এর মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
২	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	২৬৬.৭৯	কর্ণফুলী গ্যাস ডি. কো. লি	▸ ১০ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপ লাইন, ১টি সিজিএস ও ২টি ডিআরএস নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ▸ শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।
৩	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	১৬৫৭.০০	বাংলাদেশ পানি উ. বো.	▸ প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ প্রায় ৭০% সম্পূর্ণ হয়েছে।
৪	২৩০ কেভি গ্রিড স্টেশন স্থাপন প্রকল্প	৩৯৮.০০	পিজিসিবি	▸ গ্রিড লাইন নির্মাণ কাজ মার্চ, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।
৫	মিরসরাইতে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প	-	চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি	▸ ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।
৬	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেল সংযোগ প্রকল্প	-	বাংলাদেশ রেলওয়ে	▸ ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।

শেখ হাসিনা সরণি - বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্পের তথ্যাদি

- প্রকল্পের নাম: বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্প।
- প্রকল্পের লক্ষ্য: মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের (এন-১) তথা চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সংযুক্তকরণ।
- প্রকল্পের দৈর্ঘ্য: ১০.০০ কিলোমিটার।
- সড়কের প্রশস্ততা: ১২.৩০ মিটার

শেখ হাসিনা সরনির নির্মাণাধীন প্রবেশদ্বার

শেখ হাসিনা সরণি নির্মাণ প্রকল্প

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে গ্যাস সরবরাহের জন্য ডিআরএস নির্মাণ

শিল্পে গ্যাস সংযোগ চলছে ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে ২০০ এমএমএসসিএফএডি গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) কর্তৃক "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে কেজিডিসিএল এর অর্থায়নে গ্যাস ট্রান্সমিশিন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ নিম্নরূপ:

- **প্রকল্পের নাম:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর -এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প (Construction of Gas Pipeline for Mirsarai Economic Zone and KGDCL Gas Distribution Network Upgradation Project).
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড।
- **বাস্তবায়নের ধরণ:** "ডিপোজিট ওয়ার্ক"।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর-এ ২০০ এমএমসিএফএডি গ্যাস সরবরাহকরণ।
- **প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয়:** মোট: ২৬৬.৭৯ কোটি টাকা।
- **কেজিডিসিএল এর নিজস্ব খাত:** ২৬৬.৭৯ কোটি টাকা।
- **প্রকল্পের অবস্থান:** মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
- **প্রকল্পের মেয়াদ:** জানুয়ারি' ২০১৭ হতে জুন' ২০২০ পর্যন্ত।

“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর” প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের নাম:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর -প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প।
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর-এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষার মাধ্যমে বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- **প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয়:** মোট: ১,৬৫৭.০০ কোটি টাকা।
- **জিওবি খাত:** ১,৬৫৭.০০ কোটি টাকা।
- **প্রকল্পের অবস্থান:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এর পার্শ্ববর্তী সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার প্রায় ১৬ কিলোমিটার।
- **প্রকল্পের কাজসমূহ:**
  - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এলাকার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার প্রায় ১৬ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ।
  - ১৬ কিলোমিটার বাঁধটিকে ২ লেন সড়ক হিসেবে ব্যবহারের জন্য সড়ক নির্মাণ।

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর’ এ নির্মিত ১৬ ভেন্ট স্লুইস গেইট

নির্মাণাধীন বামনসুন্দর ব্রিজ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (১ম পর্যায়)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (১ম পর্যায়) এ মোট জমির পরিমাণ ৫৫০ একর। অর্থনৈতিক অঞ্চলটি নির্মাণে ডেভেলপার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ডেভেলপার হিসেবে পাওয়ারপ্যাক-গ্যাসমিন-ইস্টওয়েস্ট জেভি-কে নির্বাচন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (১ম পর্যায়) সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে প্রায় ১,০০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এ অঞ্চলে বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে তা নিম্নরূপ :

কাজের নাম	চুক্তির মূল্য (কোটি টাকা)
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১৩.৪১
ভূমি উন্নয়ন	২২.০৫
প্রতিরক্ষা বাঁধ ও ব্রিজ নির্মাণ	২৪.৮৮
পাইপ লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ	০.৮৯

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নির্মাণাধীন সুপার ডাইক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নির্মানাধীন প্রশাসনিক ভবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (2A ও 2B)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (২য় পর্যায়) ০২টি ভাগে বিভক্ত (২এ ও ২বি)। মোট জমির পরিমাণ ১,৩০০ একর। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ২য় পর্যায়ের জন্য ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ২য় পর্যায়ে বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়ন কাজ পরিচালনাধীন রয়েছে তা নিম্নরূপ:

কাজের নাম	চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	চুক্তি শুরু ও শেষের তারিখ	সর্বশেষ ভৌত অগ্রগতি	মন্তব্য
মীরসরাই-2A অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাটি ভরাট ও বাঁধ নির্মাণ	৩২৬.৯৩	১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ ৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি: ৭৫%	-
মীরসরাই-2B অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাটি ভরাট	১৭৩.৩৪	০১/০৮/২০১৮ খ্রিঃ ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি: ৭০%	-
মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ সড়কসহ একটি ব্রিজ ও একটি বাঁধ নির্মাণ	২৪.২৯	০৮/০৬/২০১৭ খ্রিঃ ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি: ৬৫%	-
মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ সড়কসহ ৫১ মিটার ব্রিজ ও ১৮ মিটার ব্রিজ নির্মাণ	২৯.৮০	২৮/০৬/২০১৭ খ্রিঃ ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি: ৭২%	-
2A অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২৬৫০ মিটার সংযোগ সড়কসহ বাঁধ নির্মাণ	২২.০৮	২৮/০৬/২০১৭ খ্রিঃ ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি: ৬০%	-
মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫ (পাঁচ) তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	২৬.১২	২২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ	▸ ভৌত অগ্রগতি: ৬০% ▸ ৭৪৮০ বর্গ মিটার ▸ ৪র্থ তলার ঢালাই এর কাজ চলমান।	-
মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩টি সুরক্ষা শেড নির্মাণ	৫.৪৩	০১/০৪/২০১৭ খ্রিঃ ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি: ৯০%	-
2B অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩.৫ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২৬.২৮	১০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ ১৭/০৯/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি: ১২%	-
ইছাখালি খালে ১৬ ভেন্ট স্লুইস গেইট নির্মাণ	৪৮.৩৫	০৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ	▸ সকল পাইলের (৩৮৬) ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ▸ ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৭৫%	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (অর্পিত ক্রয় কার্য)
টিউবওয়েল এর জন্য পাইপ লাইন সরবরাহ ও স্থাপন	৬.১০	২৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৪০%	-
মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-2A হতে সমুদ্র পর্যন্ত ব্রিজসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২৬.৮১	২০/১২/২০১৮ খ্রিঃ ২৭/০৩/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি প্রায় ১০%	-
2x20/28 MV বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ	১৩.০৫	৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ ৩০/০৯/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি প্রায় ২০%	BREB (অর্পিত ক্রয় কার্য)
মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল এর জন্য ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ	৫.১২	২৯/০৪/২০১৮ খ্রিঃ ৩০/০৯/২০২০ খ্রিঃ	ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৩৫%	DPHE (অর্পিত ক্রয় কার্য)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের উন্নয়ন চিত্র

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল বাঁধ নির্মাণ

নির্মিত রবি ও বিটিসিএল টাওয়ার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মো. আবুল কালাম আজাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর পরিদর্শন

শেখ হাসিনা সরণিতে প্রবেশের জন্য নির্মিতব্য প্রবেশদ্বার

৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ

সিকিউরিটি শেড নির্মাণ

ব্রিজ নির্মাণ

সবুজায়নে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে চীনা প্রতিষ্ঠান জিনওয়ান কেমিক্যাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিল্প কারখানা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে খাতওয়ারী বিনিয়োগ

মিরসরাই ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কে ১,১৫০ একর জমি ও এসবিজি নামক একটি যৌথ মালিকানাধীন দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে পিপিপি'র চুক্তির আওতায় ৫৫০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি সরাসরি বরাদ্দ প্রদান পদ্ধতির অনুসরণে ৫,৫৩০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান/ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল আবেদনের বিপরীতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ১৬.৬৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থানের প্রক্ষেপণ ১,৬৩,০০০ জন। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নরূপ :

বিনিয়োগ
১৬.৬৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

কর্মসংস্থান
১,৬৩,০০০ জন

খাত	আবেদনকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মি: মা: ড:)	কর্মসংস্থান (জন)
বস্ত্র ও তৈরি পোশাক	৭০৫	১,৫৭০.১৪২	১,০২,৫১৮
ইস্পাত ও লৌহজাত পণ্য	৭৫০	৪,৫০২.৪৯	৬,৭৮৭
বিদ্যুৎ উৎপাদন	২,০০৪	৭,০৮১.৭৪	১৪.৪৫১
ফার্মাসিউটিক্যালস, পেইন্টস, এলপিজি গ্যাস প্লান্ট, ফুড প্রসেসিংসহ অন্যান্য	২,০৭১	৩,৪৮৭.৬৮	৩৮,৯৩৩
মোট	**৫,৫৩০**	**১৬,৬৪২.০৩**	**১৬২.৬৮৯**

বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারী সংগঠন বিজিএমইএ এর সদস্য শিল্পদ্যোক্তাদের জন্য ৫০০ একর জমি বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছে। তাঁদের প্রস্তাবনামতে উক্ত গার্মেন্টস পার্কে ২.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ ও ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

সরাসরি পদ্ধতিতে জমি বরাদ্দ ও প্রস্তাবিত বিনিয়োগ

ক্র:নং	বরাদ্দপ্রাপ্ত/যোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম	জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মি. মা. ডলার)	সরাসরি কর্মসংস্থান
০১	বেইজিং ঝেনুয়ান হেংহুই ইঞ্জিনিয়ারিং কন্স্যাল্টিং কোঃ	৬০০	৩০৪	৫০
০২	পাওয়ার গ্রীড কোঃ	৫০	২৬৭.৯১	৫৭
০৩	বি এস এ ফ্যাশন্স লিঃ	২৫	৩৭.৪৯	১০০০
০৪	হাংঝু ঝিনঝিয়াং গ্রুপ	৫০০	২৫২৯.৪৭	১৪০০
০৫	ঝিন্দে ইলাস্টিক (বিডি)	১০	২০	২০
০৬	এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস	১০	-	-
০৭	ইস্ট এশিয়ান কক্স	১০	২২.২০	২২.২০
০৮	কমফিট কম্পোজিট নীট	২০	৭১.২৯	৭১.২৯
০৯	ইওন মেটাল ইন্টারন্যাশনাল	১০	৮.২০	৮.২০
১০	ট্রেড ডিজাইন সল্যুশনস	১০	১০	১০

ক্র:নং	বরাদ্দপ্রাপ্ত/যোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম	জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মি. মা. ডলার)	সরাসরি কর্মসংস্থান
১১	ইয়নমেটাল লিঃ	১০	৯	৩০০
১২	ফন ইন্টারন্যাশনাল	২৫	২৬.২৪	১৩৫
১৩	বসুন্ধরা শিল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল লিঃ	৫০০	৪৮৮.৮৪	২০০০
১৪	আরব বাংলাদেশ ফুডস লিঃ	১০	১২.৫০	৫২৫
১৫	গ্যাস ওয়ান লিঃ	২৫	২৩.৭৫	
১৬	অনন্ত এপারেলস্ লিঃ	১৫০	৪৩৯.৮০	২৫৫৩৫
১৭	বিপি-পাওয়ারজেন লিঃ	১৬	১৩৫.৮৩	৯২
১৮	এশিয়ান পেইন্টস বাংলাদেশ লিঃ	২০	৬.৭১	৩৫০
১৯	এসিআই লিঃ	১০০	৩১৫.০০	৫০০০
২০	ইনট্রিগা এ্যাপারেন্স লিঃ	১০	২২.২০	১৯০২
২১	হ্যামকো কর্পোরেশন লিঃ	১০	৩৩.৩৩	২৭১
২২	যমুনা স্পেসটেক (জেভি) লিঃ	৫০	১৩১.৮৮	৫১৪
২৩	ওএমসি গ্রুপ	২০	৬৩.৪৪	৫৪৬৬
২৪	আরমান হক ডেনিমস্ লিঃ	১০	৮.৭৯	৯১
২৫	গ্রীন হেলথ লিঃ	১০	২০.১৭	১২০০
২৬	নাফা এ্যাপারেন্স লিঃ	২০	৫৪.৮০	৩৫০০
২৭	রেজা ফ্যাশন লিঃ	১০	৪৬.২৯	১২০০০
২৮	বিএসআরএম স্টিল মিলস লিঃ	১৪০	২৪০.১৪	২৬৬৩
২৯	চিটাগং পাওয়ার কো: লিঃ	১৬	২১২.৬০	৩০২
৩০	ফখরুদ্দিন টেক্সটাইল লিঃ	৫০	৯৯.৬০	৮০১৩
৩১	রাতুল এ্যাপারেন্স লিঃ	১০	৩০.০০	১৯৯৫
৩২	সানজি টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	২০	৭২.০০	২৮৩৪
৩৩	পিএইচপি স্টীল ওয়ার্কস লিঃ	৫০০	৪,০০০.০০	১৪৭০
৩৪	ম্যাংগো টেলিসার্ভিস লিঃ	১০০	৯৯.০১	৩৩০২
৩৫	আসওয়াদ কম্পোজিট মিলস্ লিঃ	৫০	১০০.০০	৪০০০
৩৬	মেট্রো নিটিং এন্ড ডাইং মিলস্ লিঃ	১০০	২১৬.০০	১৪০০০
৩৭	হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	২০	২৫.৬৯	৯০০
৩৮	জাহাংগীর স্টিল মিল লিঃ	১০	৩.১৬	১৬০
৩৯	বিএসএ ফ্যাশন লিঃ	২৫	৩৭.৪৯	১০০০
৪০	জুহানা টেক্সটাইল লিঃ	১০	১৫.০০	১১০০
৪১	রাকেফ এ্যাপারেন্স ওয়াসিং এন্ড প্যাকেজিঙ লিঃ	৩০	১১৩.৬৭	৮০৩৯
৪২	আরপিসিএল	৫০	১,১২৫.০০	২৫০
৪৩	আলিফ এমব্রয়ডারি ভিলেজ লিঃ	১০	১৯.২৩	১০০
৪৪	বিডিকম অনলাইন লিঃ	১০	১৯.২৩	১০০

ক্র:নং	বরাদ্দপ্রাপ্ত/যোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম	জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মি. মা. ডলার)	সরাসরি কর্মসংস্থান
৪৫	বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিঃ	৩০	১৩.০০	১৪৭০
৪৬	মার্চেন্ট মেলবোর্ন বাংলাদেশ লিঃ	১০	৩.৬৭	১৫১
৪৭	আমান স্পিনিং মিলস লিঃ	৩০	৫৬.৬০	৬৪১৪
৪৮	মডার্ন সিনটেক্স লিঃ	৫০	৪৪.০৪	১৫০
৪৯	ইউরোশিয়া ফুড প্রসেসিং (বিডি) লিঃ	২০	৫৩.৬১	১১৫৭
৫০	মাহিন ডিজাইন এটিকেট (বিডি) লিঃ	১০	৩১.৩৭	১৫০০
৫১	কার্মো ফোম এন্ড এডিসিভ লিঃ	২০	৫৭.০৭	২১৩৮
৫২	অস্ট-বাংলা একসেসোরিজ ইন্ডাঃ লিঃ	১০	১২.১৫	৮৫০
৫৩	বাংলাদেশ এডিবল অয়েল	১০০	৪০০.০০	৩৫৫০
৫৪	কোয়ালিটি ফ্যাশান ওয়্যার লিঃ	১০	২৮.৮১	৩০৫০
৫৫	এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ	৩০	৯৯.০০	১১০০
৫৬	জুজাউ জিনইউয়ান কেমিক্যাল ইন্ডাঃ লিঃ	১০	৮২.০০	২০০
৫৭	সার্জিন টেক কোং লিঃ	১.৯	৪.৬৫	১০০
৫৮	স্টার অ্যালাইড ভেনচার লিঃ	৫০	৮৮.২৩	২২১৫

ট্যুরিজম পার্ক উন্নয়ন

কক্সবাজার ও ট্যুরিজম

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কক্সবাজার জেলায় ৩টি ট্যুরিজম পার্ক ও ৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে। ৩টি ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের ফলে আগামী ৮ বছরে প্রায় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং এ খাত হতে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ০২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া বাংলাদেশে ট্যুরিজমের বর্তমান অবস্থান ১২৭ হতে ২ ডিজিটের মধ্যে আসবে বলে বেজা মনে করে (The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking)। এই তিনটি ট্যুরিজম পার্ক বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের ট্যুরিজম শিল্পের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হবে। ইতোমধ্যে বেজা কর্তৃক নাফ ও সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে, যেখানে ৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্যুরিজম বিষয়ক শিল্প স্থাপনে জমি বরাদ্দ পেয়েছে।

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ২০ লক্ষ গাছ রোপনের কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০ হাজার গাছ রোপণের কাজ শেষ হয়েছে।

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেজা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন সভা-সেমিনার এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতবিনিময় করছে এবং সেখানে অবৈধভাবে বসবাসরত ৩৩৩টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

০৩টি ট্যুরিজম পার্ক ছাড়াও মহেশখালী উপজেলায় বেজা ০৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করেছে। এর মধ্যে কক্সবাজার স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মহেশখালি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহেশখালি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এর কাজ শুরু হয়েছে।

মহেশখালি অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামুদা কেমিক্যালের প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এছাড়া থাইল্যান্ড ভিত্তিক প্যাসিফিক গ্যাসকে ১০০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে নির্মাণাধীন "সাবরাং ক্লক"

নাফ ট্যুরিজম পার্ক এলাকার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের সৌন্দর্য

নাফ ট্যুরিজম পার্ক

টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদীর একটি মনোরম দ্বীপ জালিয়ার দ্বীপ। মোট জমির পরিমাণ প্রায় ২৯১ একর। পাহাড় ও নদীর বৈচিত্র্যময় দৃশ্য, নির্মল বাতাস, সুউচ্চ পাহাড়ের সৌন্দর্য দ্বীপটিকে অনন্যসাধারণ রূপ দিয়েছে। নাফ ট্যুরিজম পার্ক হবে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত ট্যুরিজম পার্ক। নাফ ট্যুরিজম পার্কটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের ট্যুরিজম খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৭,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এখানে থাকবে:

- হোটেল, কটেজ, ইকো-ট্যুরিজম, ৯.৫ কিলোমিটার ক্যাবল কার নেটওয়ার্ক
- ভাসমান জেটি, ঝুলন্ত সেতু, শিশু পার্ক, ইকো-কটেজ, ওসানেরিয়াম/মেরিন এ্যাকুয়ারিয়াম
- আন্ডার ওয়াটার রেস্টুরেন্ট, ভাসমান রেস্টুরেন্টসহ নানাবিধ বিনোদন সুবিধা।

নাফ ট্যুরিজম পার্ক

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলার সাগর তীরে অবস্থিত। যেখানে মোট জমির পরিমাণ ১,০৪১ একর। পাহাড় ও সাগরের বৈচিত্রময় দৃশ্য, সুদীর্ঘ বালুকাময় সৈকত এ স্থানকে সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত করেছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক হবে বাংলাদেশের ট্যুরিজম ও বিনোদনের আকর্ষণীয় ও কাঙ্ক্ষিত স্থান। এ ট্যুরিজম পার্কে ইতোমধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্কটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ট্যুরিজম খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এখানে থাকবে:

- ৫ তারকা হোটেল, ইকো-ট্যুরিজম
- মেরিন এ্যকুরিয়াম
- সি-ক্রুজ
- বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা
- সেন্টমার্টিনে ভ্রমণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ভাসমান জেটি
- শিশু পার্ক
- ইকো-কটেজ
- ওসানেরিয়াম
- আন্ডার ওয়াটার রেস্টুরেন্ট
- ভাসমান রেস্টুরেন্টসহ নানাবিধ বিনোদন সুবিধা।

নির্মাণাধীন প্রশাসনিক ভবন

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে বেজা ও সরকারের অন্যান্য বিভাগ যে সমস্ত কাজ চলছে তা নিম্নরূপ:

কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাজেট (কোটি টাকা)	চুক্তি শুরু ও শেষের তারিখ	সর্বশেষ ভৌত অগ্রগতি
ভূমি উন্নয়ন	বেজা	৮৫.০০	১৪.০৫.২০১৮ ১৪.১২.২০১৯	পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলমান। ডাইক নির্মাণ কাজ চলমান। ১০% কাজ শেষ হয়েছে।
সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের বাঁধ নির্মাণ	বেজা	৫৫.২৮	১৬.০১.২০১৮ ১৫.০৩.২০২০	বাধেঁর মাটির কাজ, সিসি ব্লক লেয়িং কাজ চলমান রয়েছে। ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৮০%। (চিটাগাং ড্রাই ডক লিঃ)
ভূমি অধিগ্রহণ	বেজা	৩৫.৭৩	ডিসেম্বর ২০১৬	১০০% সম্পন্ন হয়েছে
স্থানীয় সরকার কর্তৃক সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩টি স্থানীয় সড়ক)	এলজিইডি	৪.৬৩	জানুয়ারি ২০১৬ জুন ২০১৭	১০০% সম্পন্ন হয়েছে
বিদ্যুৎ সংযোগ	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১১.৫০	-	অর্পিত ক্রয়কার্য হিসেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

ওয়াচ টাওয়ার

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক মহেশখালি উপজেলার সোনাদিয়া, চর মকবুল, চর ভরাট ও সমুদ্র বিলাস মৌজায় অবস্থিত। মোট ৯,৪৯৭.৩১ একর জমিতে ট্যুরিজম পার্ক তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে যা ১২,০০০ একর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। বেজা গত ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার হতে বন্দোবস্ত গ্রহণ করে। সোনাদিয়ায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক প্রতিষ্ঠা করতে বেজা ইতিমধ্যে পরিবেশবান্ধব মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। সোনাদিয়ায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে পরিবেশের উপর যাতে কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে সে লক্ষ্য নিয়ে বেজা কাজ করছে। বর্তমানে অবৈধভাবে বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দাগণ অবৈধভাবে গাছ কর্তন ও ঘের নির্মাণের মাধ্যমে মাছ চাষ করে আসছে, যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি-স্বরূপ। ইকো-ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন অবৈধভাবে ঘের পরিচালনা বন্ধ হবে, অন্যদিকে পরিকল্পিত ট্যুরিজমের ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কের বৈশিষ্ট্য

- মোট বালুকাময় সমুদ্র তীরে দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯.২ কিলোমিটার।
- কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক ২.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
- দৃষ্টিনন্দন লাল কাকড়া।
- বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ।

বেজার উদ্যোগ

- অবৈধভাবে বসবাসরত ৩১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
- সোনাদিয়া দ্বীপে নতুন যাতে কোন মৎস্য ঘের ও অবৈধভাবে বসতি গড়ে না ওঠে হয় সে বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে বেজা ও কক্সবাজার জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় কাজ করছে।
- সোনাদিয়া দ্বীপ রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় সমীক্ষার কাজ করছে।
- দ্বীপের উপকূলীয় অংশে ঝাউবন সৃজনের কাজ চলমান।
- অবৈধ দখল বন্ধে পুলিশ ক্যাম্প ও সশস্ত্র আনসার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ।

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক

বৃক্ষরোপন কার্যক্রম

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কে বৃক্ষরোপণের জন্য নার্সারি

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কের জন্য প্রস্তাবিত এন্টারটেইনমেন্ট জোন

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুরে ৩৫২ একর জমির উপর অবস্থিত যার পূর্বে সিলেট, পশ্চিমে হবিগঞ্জ, উত্তরে সুনামগঞ্জ ও দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা। ২০১৬ সালের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও সিলেট বিভাগের প্রায় ৪৪,০০০ লোকের কর্মসংস্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চলটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগ প্রদানে জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক একটি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বেজা কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ও লেক উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। মার্চ ২০১৭ সালে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে বিনিয়োগকরীদের নিকট বিনিয়োগ প্রস্তাব আহবান করা হয় এবং এ প্রেক্ষিতে ০৬টি প্রতিষ্ঠানকে ২৩১ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতিমধ্যে শিল্প স্থাপন কাজ শুরু করেছে।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ভূমির ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, বিক্রয়/রপ্তানি ও কর্মসংস্থান

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দকৃত জমি (একর)	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ	প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
ফ্লামিঙ্গো ফ্যাশন লিমিটেড (ডিবিএল গ্রুপ)	১৭০	১,১৮৩.০০	৩৮,৩৭৮	২০
আয়শা ক্লথিং কোং লি:	৭	৫৪.৮০	২,১০০	১
আসওয়াদ কম্পোজিট মিলস লি:	৭	৩০.০০	২,০৬০	১
গ্রেটওয়াল সিরামিকস্ লি:	২৫	৩২.৫০	১,০০০	১
ডাবল গ্লেজিং লি:	৩	০.৮১	৯৩	১
আব্দুল মোনেম সিরামিকস লি	২১৯	৫০.০০	২০০	১
সর্বমোট	**২৩১**	**১,৩৫১.১১**	**৪৩,৮৩১**	**২৫**

এক নজরে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন

কাজের নাম	চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	চুক্তি শুরু ও শেষের তারিখ	সর্বশেষ ভৌত অগ্রগতি	মন্তব্য
মাটি ভরাট কাজ	১২.০৯	২৬.১২.২০১৬-৩১.০৭.২০১৮	১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১২.৭৬	২৬.১১.২০১৮-১৩.০৩.২০২০	২০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	
প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৬.২৭	১৪.০৬.২০১৮-২১.০৩.২০২০	ভৌত অগ্রগতি প্রায় ২০%	
০৫টি উৎপাদক নলকূপ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার এবং পাইপ লাইন স্থাপন	১১.০৫	১১.০৯.২০১৮-১১.০৯.২০২০	ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৮৫%	অর্পিত ক্রয়কার্য (DPHE)।
গ্যাস সংযোগ প্রকল্প	৩৬.২৫	-	১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	বাস্তবায়নে: জালালাবাদ গ্যাঃ ডিঃ কোঃ লিঃ
অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৭.৩৪	৫.০২.২০১৯-১১.০৩.২০২০	ভৌত অগ্রগতি প্রায় ২৫%	
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	৪.২৩	৫.০৪.২০১৯-১১.১০.২০২০	ভৌত অগ্রগতি ১০০%	সড়ক ও জনপথ বিভাগ

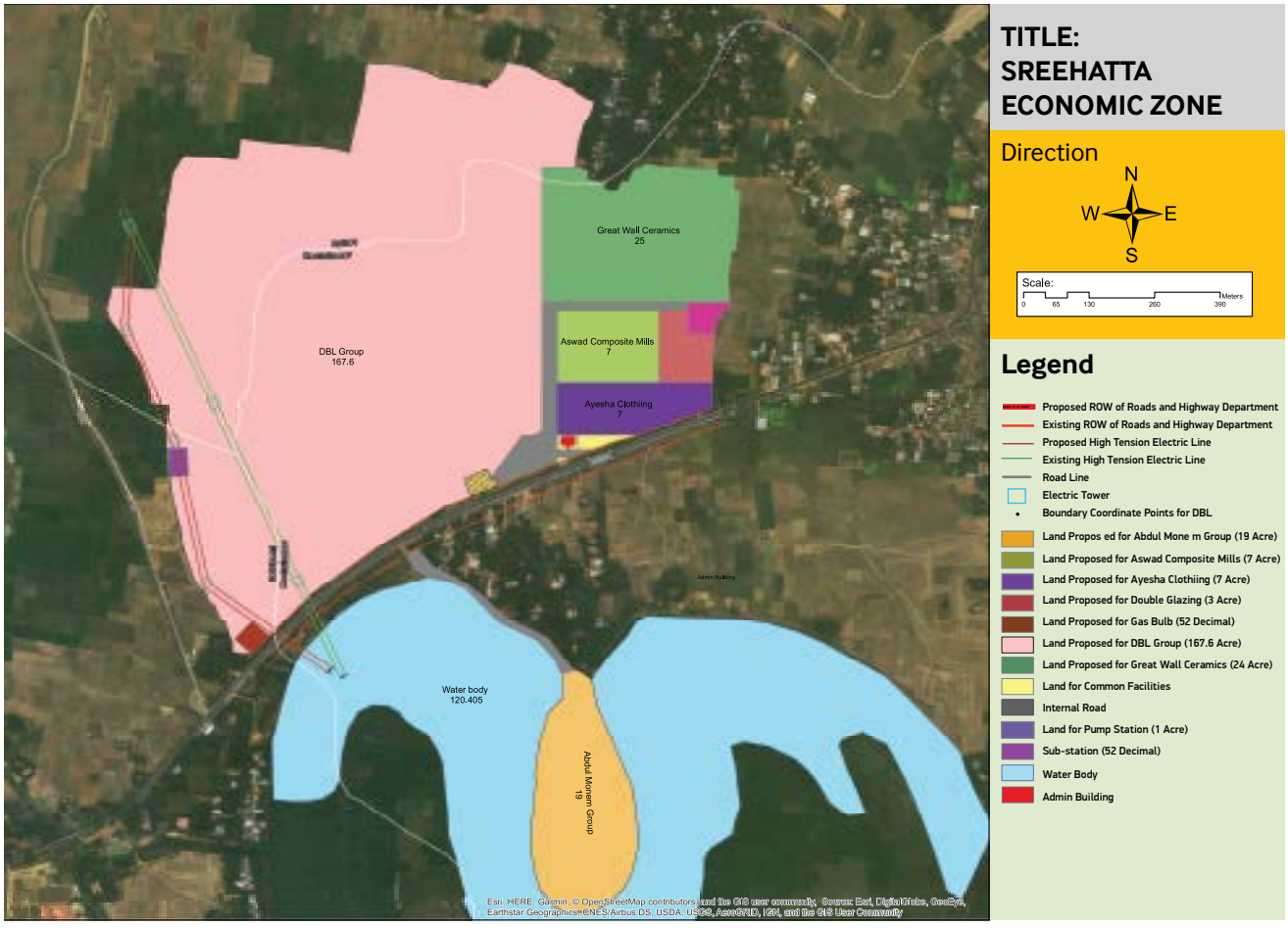

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্মিত পানি সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত গ্যাস স্টেশন

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল

উপজেলা: জামালপুর সদর।

মোট জমির পরিমাণ: ৪৩৬.৯২ একর। খাস জমি ৯২.৯৫ একর এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ৩৪৩.৯৭ একর।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা): ৩৩,৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা।

জমি অধিগ্রহণ: ৩৪৩.৯৭ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির অধিগ্রহণ জেলা প্রশাসন, জামালপুর কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে।

ক্র. নং	কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সম্ভাব্য বাজেট (কোটি টাকা)	চুক্তি শুরু ও শেষের তারিখ	সর্বশেষ ভৌত অগ্রগতি	মন্তব্য
১	ভূমি অধিগ্রহণ	বেজা	১৩৫.০০	-	৭৫৬টি চেকের মাধ্যমে মোট ৬৪,৩৪,৮৮,৬৪৬.৫৯ টাকা (৫৩.১২%) প্রদান করা হয়েছে।	
২	ভূমি উন্নয়ন	বেজা	৭০.০০	০১/০৮/২০১৭ হতে ৩১/০৩/২০২০	অগ্রগতি ৭২%	
৩	গ্যাস সংযোগ প্রকল্প	বেজা	৫০.০০	২০/০৯/২০১৮ ৩১/০৩/২০২০	অগ্রগতি ৪৮%	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি:
৪	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রকল্প	বেজা	১৮.০০	জুন'২০১৭ ১২/০১/২০১৯	অগ্রগতি ১০০%	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জামালপুর
৫	পানি সরবরাহ	বেজা	২০.০০	৩০/০৮/২০১৮ ৩১/০৩/২০২০	অগ্রগতি ৪৫%	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬	অবকাঠামো (অফিস ভবন, ডরমিটরি হাউজ ও সীমানা প্রাচীর) নির্মাণ।	বেজা	২৪.০০	১৬/১১/২০১৮ ৩১/০৩/২০২০	অগ্রগতি ২৫%	গণপূর্ত অধিদপ্তর

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রশাসনিক ভবন

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা প্রাচীর

মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল (ধলঘাটা)

- মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ প্রায় ৪২০০ একর।
- মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে এসপিসিএল কে ৪১০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ২.৩৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে এলপিজি টার্মিনাল ও পেট্রোকেমিকেল শিল্প স্থাপন করবে।
- এছাড়া সামুদা পেট্রোক্যামিকেলকে ১০০ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- থাইল্যান্ডের একটি খ্যাতনামা গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে (Pacific Gas BD Ltd) ৬০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ

বেজা ও এসপিসিএল এর মধ্যে জমি বরাদ্দ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জি-টু-জি অর্থনৈতিক অঞ্চল

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিদেশী কোন সরকারের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নতুন ধারার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের আওতায় এখন পর্যন্ত চীন, জাপান ও ভারতের বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কার্যধারা ত্বরান্বিত হচ্ছে। জাপানের জাইকা কর্তৃক পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুসরণে বাংলাদেশ সরকার নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রকল্প অনুমোদন করেছে। জাপান সরকার জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য Foreign Direct Investment Promotion Project (BD-P86) এর আওতায় ১৩৫.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য বেজা এবং সুমিটোমো কর্পোরেশন এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন (জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল)

বাংলাদেশে শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাপান বরাবরই সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। বিগত মে, ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাপান সফরকালে বিষয়টি বাস্তব রূপ লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে Bay of Bengal Industry Growth Belt (BIG-B) এর আওতায় প্রশান্ত মহাসাগর হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ধারা সূচিত হয়েছে তার আওতায় জাপান-বাংলাদেশ

প্রদান করেছে। গত ২৬ মে ২০১৯ তারিখে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেজা ও জাপানের Sumitomo Corporation এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে জিওবি হতে প্রকল্পের আওতায় ১০০০ একরের মধ্যে সর্বশেষ ৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৩,২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া জাইকা কর্তৃক আরো ২,৫০০ কোটি টাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়নে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য চলমান বিভিন্ন সমীক্ষ

চাইনিজ অর্থনৈতিক এবং শিল্পাঞ্চল (CEIZ)

জুন, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের শিল্প স্থাপনা বাংলাদেশে স্থানান্তরের আগ্রহ ব্যক্ত করে। এই সময়ে চীন সরকার তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করে। এরই প্রেক্ষাপটে চীন সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বেজা'র মধ্যে চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন স্থাপনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ৭৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন (CEIZ) -এর অফ সাইট অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য চীন সরকার ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেয়াতি ঋণ (Concessional Loan) প্রদানে সম্মত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণচীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং

চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ও বেজা'র মধ্যে শেয়ারহোল্ডার চুক্তি স্বাক্ষর

প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যান

নির্মিত প্রশাসনিক ভবন

বাংলাদেশ-ভারত জি-টু-জি অর্থনৈতিক অঞ্চল

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতায় ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে বিগত জুন, ২০১৫ সালে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই লক্ষ্যে মিরসরাই ও বাগেরহাটের মোংলা উপজেলায় দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। ভারত সরকারের নমনীয় ঋণ বা Concessional Line of Credit এর আওতায় এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। বেজা ইতিমধ্যে মোংলায় ১১০ একর জমির মালিকানা গ্রহণ করেছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মিরসরাই অঞ্চলে স্থাপিতব্য ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে ভারত সরকার সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে মে ২০১৬ সালে বেজা ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কমকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত Joint Working Group-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ এবং ২২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে Joint Working Group এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় IEZ বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। মোংলাস্থ ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার হিসাবে হীরানন্দানী গ্রুপকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মিরসরাই IEZ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ডেভেলপার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল

বেসরকারি ইকোনমিক জোন এ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বেসরকারি ইকোনমিক জোন কর্তৃক এ যাবৎ ৩০,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং প্রায় ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মেঘনা ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** মেঘনাঘাট, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** প্রায় ১০০.০০ একর
- **প্রস্তাবিত ভুমি:** ২৪৫.০০ একর
- **লাইসেন্স প্রদান:** ২৩/০৮/২০১৬
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ৫৮৪.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **এ পর্যন্ত অনুমোদিত শিল্প ইউনিট:** ১১ টি
- ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ প্লান্ট, পেপার এন্ড পাল্প ইন্ডাস্ট্রিজ; কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, ডাল, আটা ও সিড ক্রাশিং মিল স্থাপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান
৪,৮২১ জন

আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ১৮৯.৯৪ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ২১৬.০০ একর
- **লাইসেন্স প্রদান:** ০৩/০১/২০১৭
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ৯৬.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **এ পর্যন্ত অনুমোদিত শিল্প ইউনিট:** ০১টি
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **সীমানা দেয়াল:** ১০০% সম্পন্ন হয়েছে
- **ভূমি উন্নয়ন:** প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** সম্পন্ন হয়েছে
- ০৩টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ভূমি ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- Honda Motors তাদের উৎপাদন কারখানা নির্মাণ করছে

আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোনে জাপানিজ প্রতিষ্ঠান হোন্ডার কারখানা

নির্মিত সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বে অর্থনৈতিক অঞ্চল

- **অবস্থান:** কোনাবাড়ি, গাজীপুর
- **মোট ভূমি:** ৩৮.০০ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ৬৫ একর
- **লাইসেন্স প্রদান:** ২৪/০৪/২০১৭
- **বিনিয়োগ:** ১২৭.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ২০,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** সম্পন্ন হয়েছে
- **স্থাপিত শিল্প কারখানা:** চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, খেলনা ও প্যাকেজিং

বে অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কারখানা

এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান
২,০৮৭ জন

বে অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শতভাগ রপ্তানিযোগ্য খেলনা কারখানা

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান
৪,১১৫ জন

AMAN ECONOMIC ZONE

আমান ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** বৈদ্যেরবাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ৮৩.১৩ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ১৫০ একর (আনুমানিক)
- **লাইসেন্স প্রদান:** ১৬/০৩/২০১৭
- **বিনিয়োগ:** ৩৬৪.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** সম্পন্ন হয়েছে
- **স্থাপিত শিল্প কারখানা:** সিমেন্ট কারখানা, প্যাকেজিং, শিপ বিল্ডিং

প্যাকেজিং কারখানা

মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ৭১.৯০২০ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ৯৮ একর
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ১৮১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ৫,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** সম্পন্ন হয়েছে
- এখানে ইতোমধ্যে বেভারেজ, স্টিলপ্লান্ট ও সিমেন্ট পেপার ব্যাগ উৎপাদন কারখানা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ান প্রতিষ্ঠান TIC এখানে হ্যাঙ্গার উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেছে।

টিআইসি ম্যানুফ্যাকচারিং (বাংলাদেশ) লিমিটেড

মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন চিত্র

সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** বেলকুচি ও সদর উপজেলা, সিরাজগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ১০৩৫ একর
- **চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান:** ০৪/১০/২০১৮
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ৫১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান:** ২৩০ জন
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ৩,৫০,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **ভূমি উন্নয়ন:** কাজ চলমান

সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনে ভূমি উন্নয়ন কাজ

সিটি ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ৮১.৮৮১৮ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ১১০ একর
- **চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান:** ২৩/০১/২০১৮
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ৪১৪.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান:** ২৩৫৫ জন
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ২০,০০০ জন

সিটি অটো রাইস মিল ও ডাল মিলস লিমিটেড

এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান
২,৩৫৫ জন

সিটি ইকোনমিক জোন

ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
- **মোট ভূমি:** ৫৩.৮৭ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ১৩৭.৭৩ একর
- **লাইসেন্স প্রদান:** ২৪/০২/২০১৯
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ৪৫.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ২০,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সমাপ্ত হয়েছে (৪০%)
- **ভূমি উন্নয়ন:** ৮০% সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** পরীক্ষাধীন

বিনিয়োগ ২১০.১৩ মিলিয়ন ডলার

আরিশা ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** বসিলা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
- **মোট ভূমি:** ৫০.৮১ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ৮৫.০০ একর
- **প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান:** ১৪/০৩/২০১৬
- **বিনিয়োগ:** ২১০.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** সম্পন্ন হয়েছে

আরিশা ইকোনমিক জোনের উন্নয়ন চিত্র

বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
- **মোট ভূমি:** ৫৬.০৮২০ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ১৩৮.৯৯ একর
- **প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান:** ২৮/০৭/২০১৬
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ৩৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ২০,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** প্রক্রিয়াধীন
- **ভূমি উন্নয়ন:** ৮০% সম্পন্ন হয়েছে

কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ৯১.৬৩ একর
- **লাইসেন্স প্রদান:** ৩/০৭/২০১৭
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ১,২০,০০০ জন

কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন-এর প্রধান প্রবেশ পথ

কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন-এর বর্তমান অবস্থান

এ. কে. খান ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** পলাশ, নরসিংদী
- **মোট ভূমি:** ২০০ একর
- **প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান:** ১০/০২/২০১৫
- **বিনিয়োগ:** ৩৫ মিলিয়ন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ৪০,০০০ (আনুমানিক) জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** সম্পন্ন হয়েছে

আকিজ ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
- **মোট ভূমি:** ১০০ একর
- **প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান:** ২১/০৯/২০১৬
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ২০,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** সম্পন্ন হয়েছে
- **সীমানা দেওয়াল:** ৬০% সম্পন্ন হয়েছে
- **ভূমি উন্নয়ন:** ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** সম্পন্ন হয়েছে

সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ৫৫.০০ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ২৮৮ একর
- **প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান:** ২৪/০৮/২০১৬
- **বিনিয়োগ:** ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ৫০,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** প্রক্রিয়াধীন
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** প্রক্রিয়াধীন (২০%)

কুমিল্লা ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** মেঘনাঘাট, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ১০২ একর
- **প্রস্তাবিত ভূমি:** ৩০০ একর
- **প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান:** ০৮/১২/২০১৬
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ১,০০,০০০ জন
- **পরিবেশ সমীক্ষা:** প্রক্রিয়াধীন (৬০%)
- **ভূমি উন্নয়ন:** ২০% সম্পন্ন হয়েছে
- **ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান:** প্রক্রিয়াধীন (৫০%)

ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক

- **অবস্থান:** গুলশান, ঢাকা
- **মোট ভূমি:** ২.৪৩ একর
- **প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান:** ১৮/০৭/২০১৬
- **এ পর্যন্ত বিনিয়োগ:** ৬.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- **প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান:** ৭৫০০ জন

ওয়ান স্টপ সার্ভিস

বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা একটি ছাতার নিচে আনার লক্ষ্যে প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দেন। সে অনুযায়ী ২০১৫ সালে বেজা কর্তৃক 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ওএসএস সেবা প্রদানে বেজা'র একক প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এ জাতীয় সংসদ হতে ওএসএস আইন পাস হয়। ওএসএস আইনের আলোকে, ওএসএস বিধিমালা ২০১৮ সালের নভেম্বরে জারি করা হয়। জাইকা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সফ্টওয়্যার প্রস্তুত ও ওএসএস সিস্টেম স্থাপনে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

এ আইনের ফলে ট্রেড লাইসেন্স, জমি নিবন্ধন, নামজারি, পরিবেশ ছাড়পত্র, নির্মাণ অনুমোদন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগ, টেলিফোন-ইন্টারনেট সংযোগ, বিস্ফোরক লাইসেন্স, বয়লার সার্টিফিকেটসহ ২৭টি ক্যাটাগরির সেবা এক জায়গায় প্রদান করা হচ্ছে। ফলে কোনো বিনিয়োগকারীকে প্রাথমিক অনুমোদন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার জন্য আর বিভিন্ন কার্যালয়ে যেতে হচ্ছে না। বিনিয়োগকারীদের কোন সেবা কত দিনের মধ্যে দিতে হবে, তা বিধি দিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এক নজরে বেজা'র ওয়ান স্টপ সার্ভিস

- বর্তমানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর মাধ্যমে অনলাইনে বিনিয়োগকারীদের ১১টি সেবা (ভূমি বরাদ্দের আবেদন, প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স, ভিসা এসিস্ট্যান্স, ভিসা রিকমেন্ডেশন, ওয়ার্ক পারমিট, এক্সপোর্ট পারমিট, ইমপোর্ট পারমিট, লোকাল সেলস পারমিট, লোকাল পারচেজ পারমিট, স্যাম্পল ইমপোর্ট পারমিট এবং স্যাম্পল এক্সপোর্ট পারমিট) সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং অন্য সকল সেবা ওএসএস সেন্টার হতে প্রদান করা হচ্ছে।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সকল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২১ অক্টোবর, ২০১৯-এ জাইকার সহযোগিতায় বেজা কার্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়। ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর ফলে Ease of Doing Business সূচকের উন্নতি সাধন হবে যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর আওতায় বেজা কর্তৃক এখন পর্যন্ত যে সকল সেবা প্রদান করা হয়েছে:

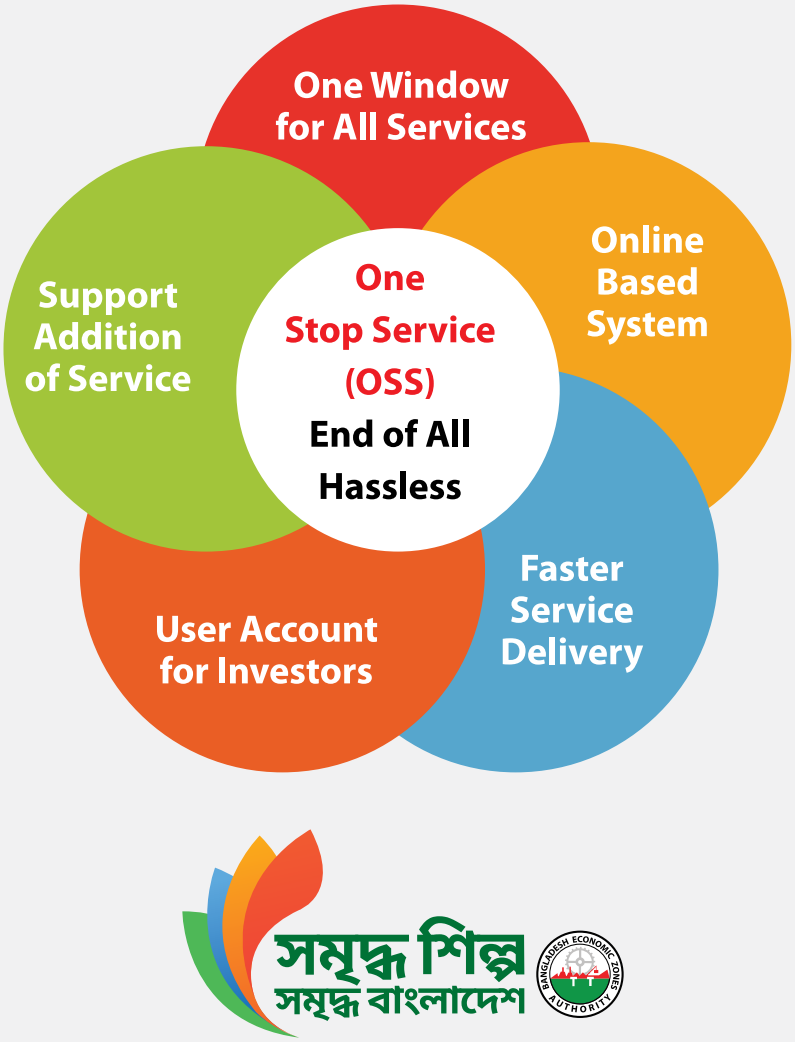

বেজা'র ওএসএস সেন্টার উদ্বোধন

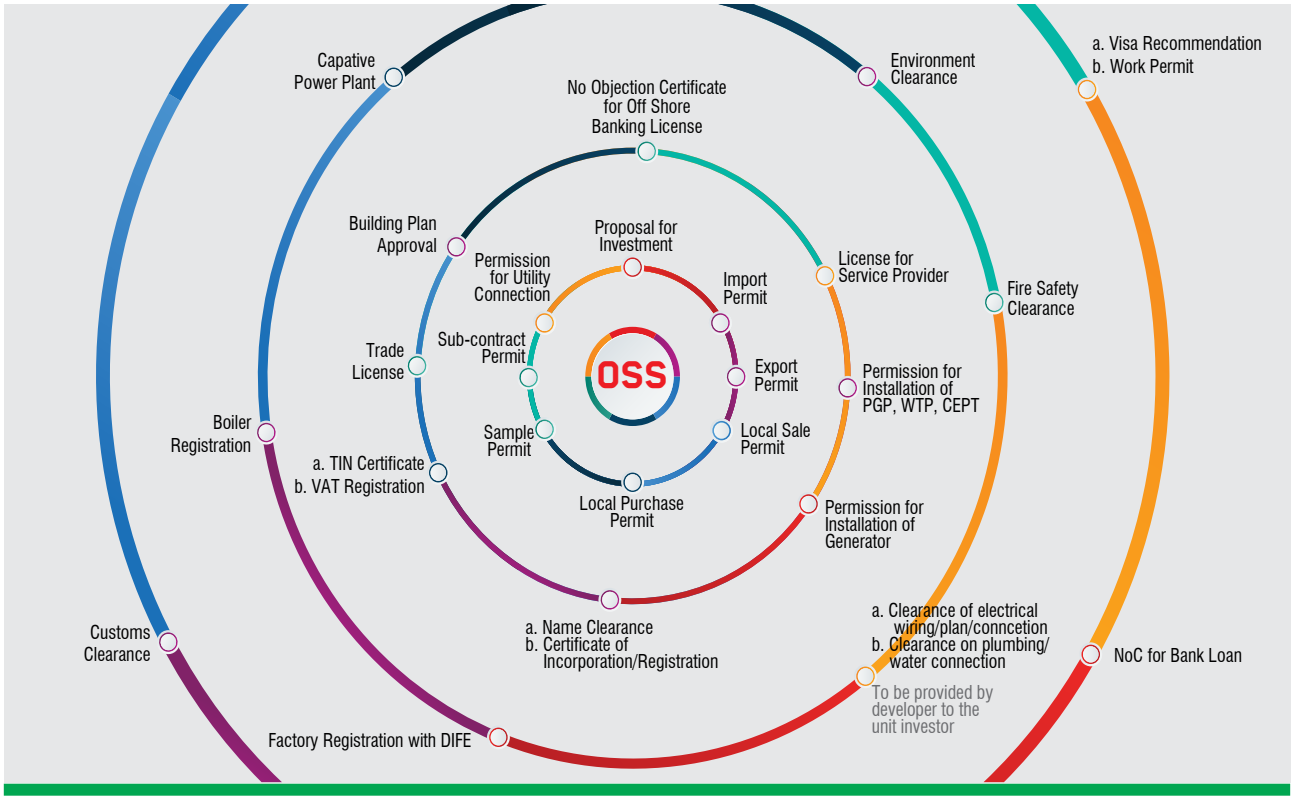

ওএসএস এ প্রদত্ত সেবাসমূহ

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আইন অনুযায়ী অর্থনৈতিক অঞ্চল শহর এবং পৌর এলাকা ব্যতিত অন্যান্য এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূলত অনাবাদী এবং পতিত সরকারি খাস জমিকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রিন বেল্ট, সিইটিপি, এসটিপি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার, ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনা তৈরী করা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে CETP স্থাপন করা বাধ্যতামূলক এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণের ব্যবস্থা থাকবে। অর্থনৈতিক উদ্ভাবনীমূলক ও কার্যকর অর্থায়ন এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে 2030 Water Resource Group ও GIZ এর সঙ্গে বেজা একই সাথে কাজ করছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং ল্যাবরেটরি ও দক্ষ জনবল দ্বারা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ

BSMSN এ বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম

অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যে লক্ষ্যে বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। যত্রতত্র শিল্প কারখানা স্থাপন নিরুৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা বেজা'র মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে শহর অঞ্চলের বাহিরে দেশের অনুন্নত এলাকায় পরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বেজা কাজ করছে, যার ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ অনেক সহজ হবে।

অঞ্চলগুলোতে 3R Strategy (Reduce, Reuse, Recycle) অনুসরণ করা হবে। যার ফলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ও আশে পাশের পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে সমস্ত স্থাপনা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির মাধ্যমে তৈরি করার জন্য বেজা বিল্ডিং কোড ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে সিইটিপি নির্মাণে নীতি প্রণয়ন, বিজনেস মডেল প্রণয়ন, করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বেজা ও 2030 Water Resource Group সমন্বিতভাবে বেশ কয়টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কর্মশালার আয়োজন করেছে, যেখানে সিইটিপি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও মতামত পাওয়া গিয়েছে যা পরিবেশসম্মতভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চয়তা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর জন্য শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণে অনাবাদি ও চরাঞ্চলের জমিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।

বেজা সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ইজেড ওয়েলফেয়ার ফান্ড পলিসি প্রস্তুতের পাশাপাশি প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলা কর্মীদের অগ্রাধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মেডিকেল সহযোগিতা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ পত্র প্রদান, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, বীমাসহ সময়মত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ প্রদানের জন্য কাজ করছে। বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ উন্নয়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বদ্ধপরিকর, যার অংশ হিসেবে মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণ ও পাইপলাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়া মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক, ঢাকা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও আনোয়ারা-২ অর্থনৈতিক অঞ্চলের পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন লিমিটেড কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৩০ একর জমি বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত পুনর্বাসন পল্লী

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানীয় জনগণকে চাকুরী প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্থানীয় যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে ০৯ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা (SIA) প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিষেবা প্রদানকারী ও বিনিয়োগকারীদের সাথে সমঝোতা স্মারক

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন পরিসেবা সুবিধা প্রদানের জন্য বেজা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য পরিসেবা প্রদানকারী সংস্থা নিম্নরূপ:-

ক) সড়ক ও জনপদ বিভাগ

খ) পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ

গ) ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং

ঘ) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

ঙ) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ছ) জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

জ) কর্ণফুলি গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

ঝ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ঞ) টেকসই ও নাবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ট) বাংলাদেশ রেলওয়ে

বিনিয়োগ উন্নয়ন কার্যক্রম

বেজা'র নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করেছে:

(১) বেশির ভাগ দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নগরকেন্দ্রিক সুবিধা যথা- আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো অনুরূপ নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে;

(২) বেজা বিনিয়োগ আনয়নে বিপণন কৌশল জোরদার করতে পারে।

(৩) অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিটগুলোকে পরিষেবা সুবিধা প্রদান করে আয়ের উৎসে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে পারে;

(৪) সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে সিসিটিভি স্থাপন করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে;

(৫) অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় সকল সেবাদান ও রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই প্ল্যাটফর্মে আনতে পারে;

(৬) জোনের অভ্যন্তরে পুলিশ স্টেশন ও অগ্নি নির্বাপণ ইউনিট স্থাপন করতে পারে।

বেজা ২০১৯ সালে দেশের অভ্যন্তরে অনেকগুলো "ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন রোড শো" এর আয়োজন করেছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ মূলতঃ রাস্তা, রেল-যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি, ইন্টারনেট যোগাযোগ নিশ্চিত করার অভিন্ন দাবী জানিয়েছে। তাছাড়া, বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল সুবিধা ও কন্টেইনার সুবিধা বৃদ্ধিরও দাবী জানানো হয়েছে।

ওয়েবসাইট উন্নয়ন

ওয়েবসাইটে সকল তথ্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বেজা'র ওয়েবসাইট Dynamic ওয়েবসাইট হিসেবে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে টেন্ডার, প্রকাশিত ডকুমেন্ট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

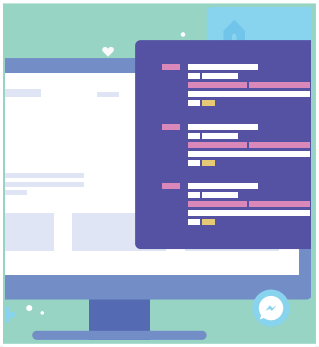

বেজা'র বিভিন্ন আইন সম্বলিত আইকনে জারিকৃত নতুন এসআরও এবং কাস্টমস ও আয়করের সাথে সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

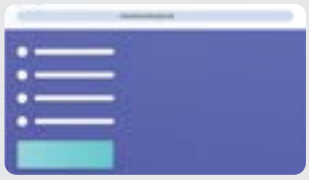

অর্থনৈতিক অঞ্চলের তালিকায় নতুন অনুমোদিত অঞ্চলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি জোন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। তবে জোন তালিকাকে আরো পরিশীলিত করার নিমিত্ত উন্নত এবং অনুন্নত জমি অনুযায়ী পৃথক করে তা অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

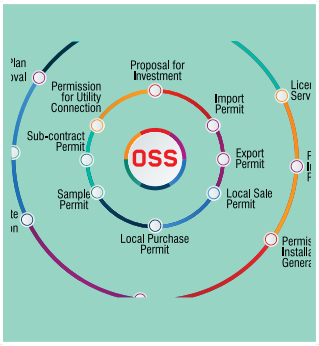

বেজা ইতোমধ্যে ওয়েব বেইজড সেবা কার্যক্রমের আওতায় জোন ডেভেলপার ও শিল্প ইউনিটসমূহকে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান শুরু করেছে। ১১টি সেবা ওএসএস এর মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে।

ওয়েবসাইট উন্নয়নের অংশ হিসেবে Graphical Enhancement এর কাজ চলমান রয়েছে।

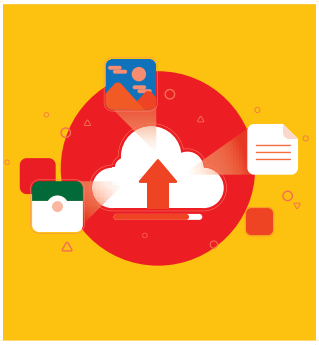

বেজা কর্তৃক প্রকাশিত ব্রোশিউরসহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস upload -এর অপেক্ষায় আছে।

ওয়ান স্টপ সেবাসমূহের উপর বিস্তারিত বর্ণনা এবং Graphical Representation কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে।

বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তা আরো উন্নত করার কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ FEMOZA পুরস্কারে ভূষিত

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টিতে অনন্য অবদানের জন্য (Best Practices in Free and Special Economic Zones Award) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে FEMOZA – World Free and Special Economic Zones Federation পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

২০১৯ সালের ১৪ই নভেম্বর ইউরোপের মোনাকোতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে এ পুরস্কার বেজা'র হাতে তুলে দেয়া হয়। World Free and Special Economic Zones Federation এর President, Mr. Juan Torrents (হুয়ান টোরেন্টস) বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরীর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন।

তিনদিনব্যাপী চলমান World Free and Special Economic Zones Summit এ থাইল্যান্ড, রাশিয়া, বেলারুশ, হন্ডুরাস, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, টোগো, মিশরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান সম্মেলনে বক্তা হিসেবে অংশ নেন এবং বাংলাদেশে বেজা'র কর্মকান্ড সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটি ভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেজা বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে। তিনি আরো বলেন, সরকারের সকল সংস্থার আন্তরিক সহযোগিতায় বেজা বিভিন্ন জোনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুমিতোমো কর্পোরেশনের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি স্বাক্ষরকে তিনি বেজার জন্য মাইলফলক বলে মনে করেন।

সেমিনারে প্রতিনিধিবৃন্দ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে বিভিন্ন দেশে তাদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও এতে বিদেশী বিনিয়োগ পরামর্শক, জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক এবং বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO, UNCTAD)

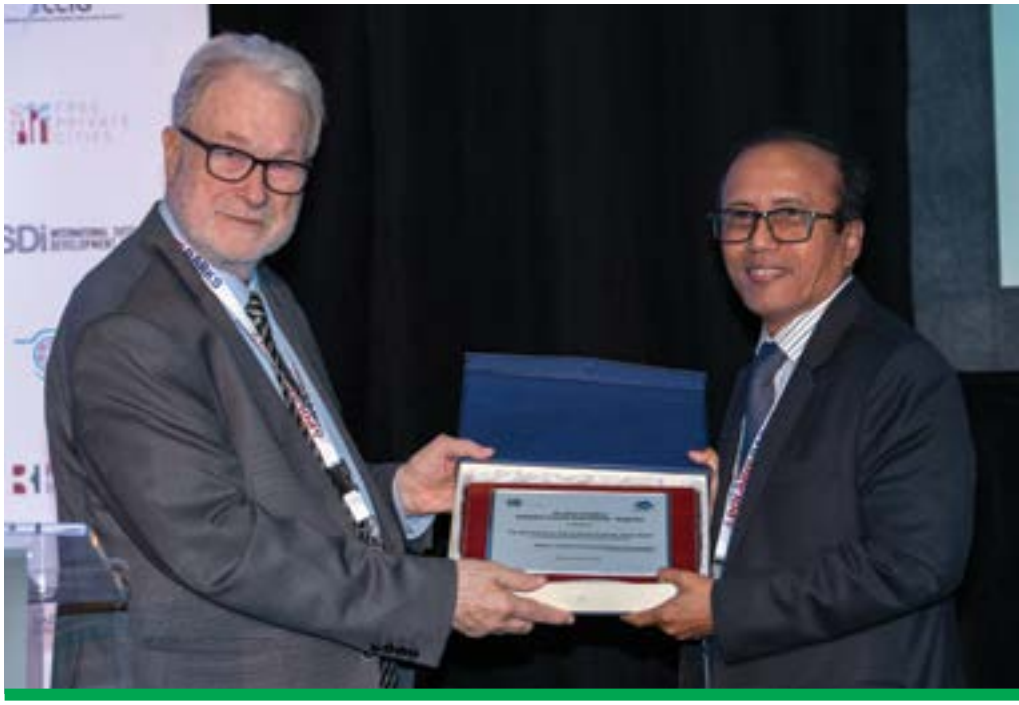

অংশ নিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ইনোভেশনের ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও তারা জিআইএস (Geographical Information System), এবং তথ্যের প্রকৃত ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে সফল করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সেমিনারে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution 4 – IR 4) কে কিভাবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন। সেমিনারে আফ্রিকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয় এবং আফ্রিকার দেশ সমূহকে শিল্পায়নের ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত করতে জোর দেওয়া হয়।

সমৃদ্ধ শিল্প
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১১১, বীর উত্তম সি. আর. দত্ত সড়ক
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২০৫।

ফোন : +৮৮ ০২ ৯৬৩২৪৮২
ই-মেইল : info@beza.gov.bd
ওয়েব : www.beza.gov.bd